বাণিজ্যে অর্জন ও প্রবৃদ্ধির পাঁচ বছর

২০০৯-২০১৩

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

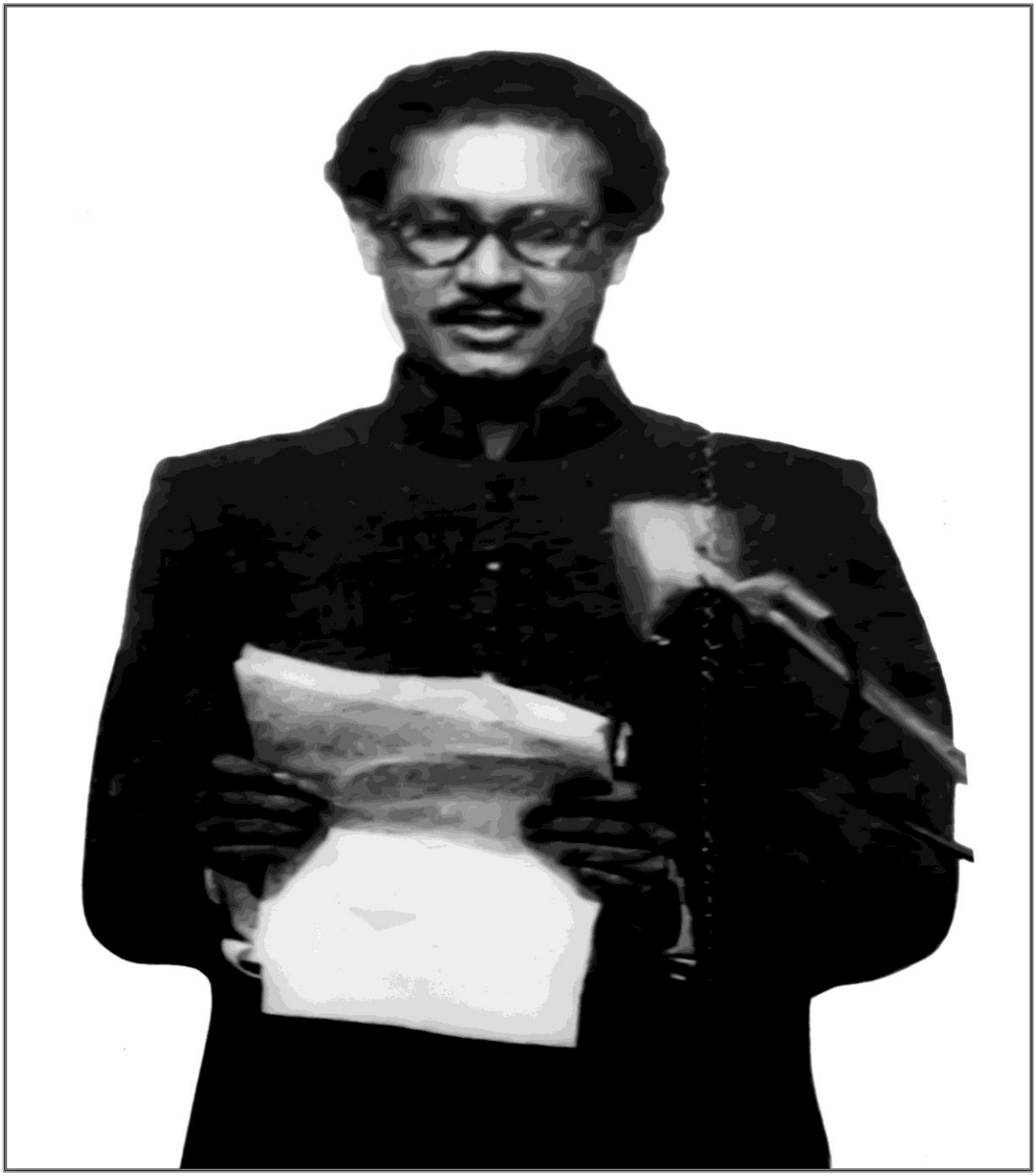

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৬-৫৭ সালে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গত পাঁচ বৎসরের কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে সরকার উদার ও যুগোপযোগী আমদানি নীতি আদেশ (২০১২-২০১৫) এবং রপ্তানি নীতি (২০১২-২০১৫) প্রণয়ন করেছে। ফলে একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি সহজতর হয়েছে, অন্যদিকে এসব পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে রমজানসহ সারা বছর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য জনগনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে ছিল। একইভাবে পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ও সহজতর হয়েছে।

উদার ও রপ্তানি বান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে প্রনোদনা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবৎসরে রপ্তানি আয়ের পরিমান ছিল ১৫,৫৬৫ মি. ডলার যা ২০১২-২০১৩ অর্থবৎসরে ২৭,০২৭ মি. ডলারে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পরিমান দাড়িয়েছে প্রায় ৭৪%। সদ্য সমাপ্ত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে রপ্তানির পরিমান ছিল ৩০,১৮৬ মি. ডলার যা বাংলাদেশের রপ্তানির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল মাইলফলক।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক, আন্তর্জাতিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন, শুল্কমুক্ত ও কোটা মুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণ প্রভৃতি বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর এর অন্যতম।

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত অধিদপ্তরটি ইতোমধ্যে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের সারাদেশে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। দ্রব্য মূল্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি কে শক্তিশালী করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা কমিশন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় অটোমেশন করা হয়েছে। ফলে সহজে এবং স্বল্প সময়ে ব্যবসায়ীগণ তাদের প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন।

গত পাঁচ বৎসরের কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সম্বলিত এ প্রতিবেদন অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তোফায়েল আহমেদ, এম.পি

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে বাজারে পণ্য সরবরাহ ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সরকারের কার্যবিধিমালা (Rules of Business) অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহি:বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পরিচালন ইত্যাদি বিষয়ে যুগপৎ রেগুলেটর (Regulator) এবং সহায়ক (Facilitator) এর ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে বহিঃবিশ্বের সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া, দেশে-বিদেশে বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম, তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য মেলায় (Trade fair) অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী ও বাজারজাতকরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। মন্ত্রণালয় দেশে একটি ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃজন, আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বাণিজ্য সংগঠনসহ (Trade body) নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনও করে থাকে।

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুসরণ ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি মধ্যম-আয় সম্পন্ন উন্নত বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ প্রথম মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছে তা বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব দেশের সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে লক্ষ্যনীয়। বিগত পাঁচ বছর (২০০৯-২০১৩) পবিত্র রমজানসহ বছরব্যাপী বাজারে চাহিদা অনুযায়ী ভোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি ছিল না। বিগত বছরগুলোতে দ্রব্যমূল্যও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় ছিল। এটি সরকারের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে বিবেচিত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বহুমাত্রিক কার্যক্রমকে সফলভাবে তুলে ধরার জন্য পাঁচ বছরের (২০০৯-২০১৩) অর্জন বিষয়ক **"বাণিজ্যে অর্জন ও প্রবৃদ্ধির পাঁচ বছর"** প্রকাশনাটি প্রকাশিত হচ্ছে। শিরোনামের এ প্রতিবেদনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম এবং এ সময়ে অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। আশা করি প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি হালনাগাদ তথ্যসমৃদ্ধ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হেদায়েতুল্লাহ্ আল মামুন,এনডিসি

প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি ঃ

জনাব এ টি এম মর্তুজা রেজা চৌধুরী, এনডিসি	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
জনাব মোঃ আবদুল মান্নান	ডিটিও (যুগ্ম-সচিব), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত	উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ জনাব এস এম শওকত আলী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

অঙ্গসজ্জা, সমন্বয় ও সম্পাদনা ঃ জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত, উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

শব্দ বিন্যাস ঃ জনাব মোহাম্মদ আলী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৪।

বাণিজ্যে অর্জন ও প্রবৃদ্ধির পাঁচ বছর

২০০৯-২০১৩

সূচীপত্র

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(ক) প্রশাসন অনুবিভাগ

(খ) রপ্তানি অনুবিভাগ

(গ) বৈদেশিক বাণিজ্যিক চুক্তি অনুবিভাগ

(ঘ) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ

(ঙ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল

(চ) বাণিজ্য সংগঠন

(ছ) বস্ত্র সেল

(জ) পরিকল্পনা সেল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বিধিবদ্ধ সংস্থা

১। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

২। বাংলাদেশ চা বোর্ড

৩। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

৪। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

৫। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

৬। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়

৭। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

৮। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

৯। কম্পিটিশন কমিশন

বাণিজ্যে অর্জন ও প্রবৃদ্ধির পাঁচ বৎসর (২০০৯-২০১৩)

উপক্রমনিকা ঃ

সরকারি কার্য বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য ও বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ৩১ (একত্রিশ) ধরনের কাজকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কাজগুলো মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণে সহায়তা দান, আমদানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, দ্রব্য মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও রপ্তানির স্বার্থে দরকষাকষি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম, তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ, বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এসব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ৪টি অনুবিভাগ এবং ৪টি সেলের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

(ঝ) প্রশাসন অনুবিভাগ

(ঞ) রপ্তানি অনুবিভাগ

(ট) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগ

(ঠ) বৈদেশিক বাণিজ্যি চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ

(ড) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সেল

(ঢ) বাণিজ্য সংগঠন (টিও) সেল

(ণ) বস্ত্র সেল

(ত) পরিকল্পনা সেল

২। মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি ঃ

২.১ মিশন স্টেটমেন্ট ঃ

ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃজন, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

২.২ প্রধান কার্যাবলি ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;

(খ) আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা ও দ্রব্যমূল্য পরিবীক্ষণ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ;

(ঘ) বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বর্ধিত প্রবেশাধিকার অর্জন;

(ঙ) ট্যারিফ নীতি প্রণয়ন ও ট্যারিফ মুল্যায়ন/নির্ধারণ;

(চ) বণিক সমিতিসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) রপ্তানি উন্নয়নসহ বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং ও বি.সি.এস (ট্রেড) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয়াদি;

(জ) নতুন ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তর ও বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;

২। বাংলাদেশ চা বোর্ড;

৩। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

৪। বাংলাদশ ট্যারিফ কমিশন।

৫। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;

৬। যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর;

৭। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর;

৮। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল;

৯। কম্পিটিশন কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সেলের কার্যক্রম ঃ

(ক) প্রশাসন অনুবিভাগ ঃ

১। প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলী ঃ

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাগণের পদায়ন ও প্রশাসনিক কার্যাদি;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ বদলী ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিদেশস্থ বাণিজ্যিক মিশনসমূহে কর্মকর্তা কর্মচারী (২য় ও ৩য় শ্রেণি) নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বাজেট ও অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ক্রয় ও সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর পদ বিন্যাস ঃ

অনুমোদিত পদ সংখ্যা					কর্মরত পদের সংখ্যা					শূণ্য পদের সংখ্যা				
১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
৬৬	৭৫	৫৮	৫৮	২৫৭	৬৩	৬৫	৩৪	৮৭	২০৯	০৩	১০	২৪	১১	৪৮

৩। গত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অর্জন ঃ

নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান ঃ

পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০৮	০১	০৯	০৩	২৮	৩১	-

৪। **আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত ঃ**

- টিসিবি'কে শক্তিশালীকরণ এবং এর কার্যক্রম গতিশীলকরণের নিমিত্ত The Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972 সংশোধনের জন্য Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2014 বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিজস্ব নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ০৪(চার) টি পদের মান উন্নয়ন, ০২(দুই) টি পদ ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণি তে এবং ০২(দুই) টি পদ ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণি তে উন্নীতকরণ।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নাম পরিবর্তন করে "ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ" করণ ও ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রবিধিমালা-২০১১, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা-২০১১ প্রণয়ন।

৫। **বাজেট ও অডিট সংক্রান্ত ঃ**

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, টিসিবি, বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং ইপিবি'র প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান। ১১২ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বাণিজ্যিক মিশনসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি/বাজেটে প্রাক্কলিত রাজস্ব প্রাপ্তি/অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় (বিস্তারিত) ০৪ (চার) কোয়ার্টারে বিভাজন করে সমন্বিত প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।

৬। **বিভিন্ন সেল গঠন সংক্রান্ত ঃ**

- আইসিটি সেলের ০৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারীর কার্যক্রম গ্রহণ।
- আইন সেলের ০২টি পদ, দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাষ সেলের ১১টি পদ এবং বাজেট অধিশাখার ০৭টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- ট্রেড ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)এ ডাটাবেজ প্রস্তুত করার নিমিত্ত টেকনিক্যাল হেল্প ডেস্ক গঠন।

৭। **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ঃ**

- বর্তমানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি র ৩৪টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ০১ (এক) জন কর্মচারীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে উন্নীত করা হয়েছে ।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ ১৩টি বাণিজ্যিক মিশনে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রদান এবং সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন মঞ্জুরী প্রদান।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ)টি মাইক্রোবাস ক্রয়।
- যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ০২(দুই) জন কর্মচারীকে সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান।
- যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ প্রদান।
- বিসিএস বাণিজ্য ক্যাডারের ০১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ০৪জন কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের চাকুরীর বয়স ২ (দুই) বছর বৃদ্ধিকরণ।
- বিসিএস বাণিজ্য ক্যাডারের ০২ জন যুগ্ম নিয়ন্ত্রককে নিয়ন্ত্রক পদে এবং ০১জন উপ-নিয়ন্ত্রককে যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণির ৪০ জন কর্মকর্তার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১০২ (একশত দুই) জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) রপ্তানি অনুবিভাগ ঃ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে উদীয়মান একটি দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে এদেশের দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দ্বি -পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের পরিচিতি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং পণ্য বহুমুখীকরণে বর্হিবিশ্বের সাথে নিবিড় সম্পর্ক জোরদার করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উইং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

২। <u>বিগত পাঁচ বৎসরের রপ্তানি আয়ের বিবরণ</u> ঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থ বছর	মোট অর্জিত আয়	লক্ষ্যমাত্রা	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
২০০৮-২০০৯	১৫৫৬৫.১৯	১৬,২৯৮.৪৩	(+)১০.৩১%
২০০৯-২০১০	১৬২০৪.৬৫	১৭,৬০০.০০	(+) ৪.১১%
২০১০-২০১১	২২৯২৮.২২	১৮,৫০০.০০	(+) ৪১.৪৯%
২০১১-২০১২	২৪,৩০১.৯০	২৬,৫০০.০০	(+) ৫.৯৯%
২০১২-২০১৩	২৭,০২৭.৩৬	২৮,০০০.০০	(+) ১১.২২%

৩। **রপ্তানি নীতি প্রণয়নঃ** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে সুসংহত ও টেকসই রাখার পাশাপাশি আরও সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল, বহির্মূখীকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রপ্তানি উইং হতে ইংরেজী ও বাংলায় রপ্তানি নীতি ২০১২-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের সহজ ও কার্যকর প্রবেশধিকার অর্জন অত্যন্ত গ্ররুত্বপূর্ণ । এজন্য রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ প্রণয়নকালে নানাবিধ দিক নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রপ্তানি নীতিমালা ২০১২-১৫-তে লক্ষ্য, কলা-কৌশল প্রয়োগ ও বিধি, রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলী, রপ্তানি বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ, রপ্তানির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা, রপ্তানির পণ্য ভিত্তিক সুবিধাদি, সেবা রপ্তানি, রপ্তানি উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা এবং শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্যের তালিকা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ নীতিতে দেশীয় রপ্তানিমুখী শিল্পের সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৪। **বৈদেশিক বাণিজ্যিক উইং ঃ** রপ্তানি বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে দুইটি করে উইংসহ ১৭টি দেশে মোট ১৯টি বাণিজ্যিক উইং আছে। দেশগুলো হলো ঃ ইউকে, ফ্রান্স, স্পেন, কানাডা, বেলজিয়াম, জাপান, চীন, ইরান, অস্ট্রেলিয়া, ইউএই, মায়ানমার, রাশিয়া, মালয়েশিয়া, জার্মানী এবং সুইজারল্যান্ড।

৫। **সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফি ঃ** প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে এবং মর্যাদার আসন পেতে সকলেই চায়। যেখানেই প্রতিযোগিতা সেখানেই গতিশীলতা। আর এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই রপ্তানি বাজারে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সিআইপি কার্ড ও রপ্তানি ট্রফি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্য বহুমূখীকরণ, অধিক পণ্য রপ্তানি ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকগণকে সিআইপি মর্যাদা প্রদান করা হয়। রপ্তানিকারকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০১০ সালে ৮৭জন এবং ২০১১ সালে ১১৬ জন রপ্তানিকারককে সিআইপি (রপ্তানি) মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে তাদের যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। " জাতীয় রপ্তানী ট্রফি নীতিমালা-২০০৬" এর আলোকে ২৫টি খাতের প্রত্যেকটিতে ১টি স্বর্ণ ট্রফি, ১টি রৌপ্য ট্রফি ও ১টি ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের বিধান রয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধিতে

উৎসাহ প্রদান ও দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বশেষ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ২৪টি খাতে ৪৭ জনকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে।

৬। **রপ্তানি ভর্তুকী/নগদ সহায়তা** ঃ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার পূর্ববর্তী বছর সমূহের ন্যায় চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেও কতিপয় পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকী/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জুলাই ০১, ২০১৩ হতে জুন ৩০,২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে জাহাজীকৃত নিম্নোক্ত পণ্যসমুহ রপ্তানির বিপরীতে প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত হারে রপ্তানি ভর্তুকী/নদগ সহায়তা প্রধান করা হচ্ছে ঃ

পণ্যের নাম		প্রযোজ্য হার
১)	রপ্তানিমূখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা	৫.০০%
২)	হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরী পণ্য রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫% হতে ২০%
৩)	কৃষিপণ্য (শাক-সব্জি/ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	২০.০০%
৪)	হাড়ের গুড়া রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫.০০%
৫)	হাল্কা প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	১০.০০%
৬)	১০০% হালাল মাংস রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	২০.০০%
৭)	হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	৭.৫০%
৮)	চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫.০০%
৯)	জাহাজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকী	৫.০০%
১০)	নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্র খাত) (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত)	২.০০%
১১)	বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা (প্রচলিত নিয়মের)	৫.০০%
১২)	আলু রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	২০.০০%
১৩)	প্লাষ্টিক পেট বোতল-ফ্লেক্স রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকী	১০.০০%
১৪)	পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তাঃ- (ক) পাটজাত চুড়ান্ত দ্রব্য(পাটসূতা ব্যতীত) (খ) পাটসূতা	 ১০.০০% ৭.৫০%

৭। **<u>শুল্কমুক্ত সুবিধা</u>** ঃ

চীন ৪৭৮৮ টি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। এই তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য ১৭ টি পণ্যের একটি তালিকা চীনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি চীন ডব্লিউটিও এর আওতায় এলডিসি দেশসমূহকে ৯৫% পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করবে মর্মে ঘোষণা করেছে।

২০১০ সনে মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে ১৯৭টি ট্যারিফ লাইনে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে এবং পরবর্তীতে একই সাথে আরও প্রায় ৩০০ পণ্যের উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে সর্বশেষ ৪৮০২টি পণ্যের উপর Duty Free-Quota Free সুবিধা প্রদান করেছে, যার কার্যক্রম ০১ জানুয়ারী, ২০১২ হতে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ- থাইল্যান্ড Joint Trade Commission (JTC) সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ড সে দেশে বাংলাদেশের উলেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন

করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫টি পণ্যের উপর শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য থাইল্যান্ড-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Duty Free-Quota Free (DFQF) বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবসায়ীমহলে প্রচারনা ও বাজার সুবিধা গ্রহণে সক্ষমতা গড়ার লক্ষ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করার জন্য কোরিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জাপান সরকার নীটওয়্যার পণ্যে Rules of Origin তিন স্তর থেকে দুই স্তরে শিথিল করেছে। জাপান কর্তৃক প্রদত্ত GSP (Generalized System of Preference) সুবিধা বাংলাদেশ ভোগ করছে।

সিআইএসভূক্ত দেশসমূহে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাশিয়া, বেলারুশ ও কাজাকিস্তানের কাস্টম্স ইউনিয়নে বাংলাদেশের ৮৯টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চাওয়া হয়েছে।

৮। **দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন:** বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। ৩৪টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে Trade and Economic Cooperation Agreement রয়েছে। উলেখ্য সর্বশেষ গত ১৪/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে কুয়েতের রাজধানীতে বাংলাদেশ-কুয়েত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে চুক্তিটি উভয়পক্ষে অনুসমর্থন করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ৮টি দেশের সঙ্গে যথাঃ জর্ডান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় সক্রিয় বিবেচনাধীন। এছাড়াও Preferential Trade Agreement এর আওতায় ইরানের নিকট ৮ ডিজিট H.S. কোড সম্বলিত বাংলাদেশের ১৪৩টি পণ্যের Offer List প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের নিকট ইরান কর্তৃক প্রেরিত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে ৪৪টি পণ্যের অনুমোদিত Offer List ইরান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ইরান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত Rules of Origin (RoO) বর্তমানে চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যের নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণ এবং বাজার সম্প্রসারণ করা রপ্তানি অনুবিভাগের অন্যতম কাজ। এজন্য দেশের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণসহ গুটিকয়েক বাজারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, চেক প্রজাতন্ত্র ও জার্মানী সফর করেন। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল উজবেকিস্তন, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও কাজাখাস্তান সফর করেন। এছাড়াও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে Fact Finding Mission এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেক প্রজাতন্ত্রের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবং নেদারল্যান্ডের মাননীয় বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইস্যুতে সহযোগিতার বিষয়ে দুইটি Joint Statement স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জয়েন্ট কমিটি গঠনঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দু' দেশের মধ্যে Joint Committee গঠন করা হয়ে থাকে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ-কুয়েত, বাংলাদেশ-ইরাক ও বাংলাদেশ-বেলা্রুশ সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তির আলোকে বাংলাদেশের পক্ষ্যে Joint Committee গঠন করা হয়েছে এবং কুয়েত, ইরাক ও বেলারুশ সরকারকে

তাদের পক্ষ্যে কমিটি গঠনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান Joint Working Commission (JWC) গঠনপূর্বক প্রথম সভা উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ইস্যুতে আলোচনার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে রিয়াদে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সৌদি আরব এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ইরান Joint Ecocnomic Commission (JEC) এর সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাণিজ্য সচিবসহ ৬ (ছয়) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৩ মে, ২০১৩ সময়ে থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের Joint Trade Commission (JTC) এর সভায় যোগদানের জন্য ব্যাংকক সফর করেন। ফলপ্রসু আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ড সে দেশে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

বাংলাদেশ- ভিয়েতনামের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তির আলোকে দু'দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Joint Trade Committee গঠন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই Joint Trade Committee এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে, যা দু'দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। এছাড়া ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ, সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের Export Promotion Bureau (EPB) এবং ভিয়েতনামের Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পার্টনারশীপ ডায়লগ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক ইস্যুতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সময়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত First Bangladesh-USA Partnership Dialogue এবং ২৬-২৮ মে, ২০১৩ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Second round Bangladesh-USA Partnership Dialogue এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এ Dialogue এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরী পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানিযোগ্য পণ্যে জিএসপি/শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও সিআইএসভূক্ত দেশসমূহে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাশিয়া, বেলারুশ ও কাজাকিস্তানের কাস্টম্স ইউনিয়নে বাংলাদেশের ৮৯টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চাওয়া হয়েছে এবং সংশিষ্ট দূতাবাস সমূহকে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৯। **আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণঃ** পণ্য পরিচিতি ও বহুমূখীকরণ এর জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানি কারকদের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন ঃ

বিগত ০৫ (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩) অর্থ বছর সময়কালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

মেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশ (মিঃ মাঃ ডঃ)

অর্থ বছর	আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ	একক দেশীয় প্রদর্শনি আয়োজন	মেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং রপ্তানি আদেশ
২০০৮-০৯	২৮টি	০২ টি	১৩৭.৭৯ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০০৯-১০	২৭টি	০৩টি	৩৫২.২৬ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১০-১১	২৩টি	-	৮৩৭.৮৯ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১১-১২	২৮টি	-	৫৯৮.২০ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১২-১৩	২৯ টি	০১টি	203.25(মিঃ মাঃ ডঃ)

গুণগত ঃ

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পণ্য পরিচিতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ত্রিনিদাদ-টোবেগোতে বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার স্থাপন ঃ

২৭ নভেম্বর ২০০৯ সালে ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে "বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার" নামে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রদর্শনী কেন্দ্রটিতে দেশের প্রতিষ্ঠিত পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রী স্থায়ীভাবে প্রদর্শন, ক্যারিবীয়ান দেশসমূহে ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুসারে পণ্য সামগ্রী পাইকারীভাবে বিক্রয়, ক্যারিবীয় অঞ্চলে ক্রেতাদের সাথে বাংলাদেশি বিক্রেতাদের one to one business meeting আয়োজন, পণ্য সম্পর্কে যাচিত তথ্যাদি প্রদান, সর্বোপরি,

বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টারটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এর নিদর্শন সম্বলিত পোষ্টার, ব্যানার, বুকলেট, ক্যাটালগ, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথা- রপ্তানিকারকদের ঠিকানাসহ তালিকা, রপ্তানি পরিসংখ্যান, আমদানী-রপ্তানি নীতি, বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে "বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার" নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জায়গা ত্রিনিদাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেলের অফিস (Tamco Industries Ltd, Sales Depot, Lot No-2 Trincity Industrial Estate, Tacarigua, Trinidad) থেকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বিনা ভাড়ায় সৌজন্যমূলকভাবে পাওয়া গেছে। উক্ত জায়গা ব্যবহার বিষয়ে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং অনারারী কনসাল জেনারেল এর মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাংহাই নগরীতে World Expo-2010 এবং Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ঃ

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে চীনের সাংহাই নগরীতে ছয় মাস মেয়াদী World Expo-2010 (৬ মাস মেয়াদি) এবং Expo-2012 Yeosu Korea (৩ মাস মেয়াদী) শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

World Expo-2010 প্রদর্শনীটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Better City, Better Life এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উপস্থাপন করা হয় যা দর্শকদের মনোরঞ্জন সৃষ্টি ও সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। World Expo চলাকালীন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন দিবসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আওতায় ৩২ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, নাচ, গান ইত্যাদির সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের মাধ্যমে আগত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

অন্যদিকে, Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীর Theme "The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable activities" এর আলোকে উক্ত এক্সোপজিশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতক অংগনে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চীনের কুনমিং এ বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি Business Display Centre এবং বাংলাদেশে Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre স্থাপন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন ঃ

বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে অনুষ্ঠিত মেলায় অর্জিত রপ্তানি আদেশ (কোটি টাকায়)

সাল	রপ্তানি আদেশ
২০০৮-০৯	১৯.৯১ কোটি টাকা
২০০৯-১০	২২.৮৬ কোটি টাকা
২০১০-১১	২৫.০০ কোটি টাকা
২০১১-১২	৪৩.১৮ কোটি টাকা
২০১২-১৩	১৫৭ কোটি টাকা

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত পণ্যের সাথে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুনাগুণ, মূল্য এবং প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা করার সুযোগ পায়। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে অবগত হতে সক্ষম হয়। এছাড়া এ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ তাদের নতুন সেবা এবং পণ্য একই জায়গায় অধিক সংখ্যক ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

(গ) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগ ঃ

ভূমিকা ঃ

আমদানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ হতে ত্রিবার্ষিক আমদানি নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ অনুবিভাগ হতে অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মূল্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা হয়। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হওয়ার উপক্রম হলে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে বাজার স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করাও এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তাছাড়া, ব্যক্তিগত অস্ত্র ও সরকারি ও বেসরকারি বিমান আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যানস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যানস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা এ অনুবিভাগের কাজ। পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কার্যাদিও এ অনুবিভাগ হতে তদারকি করা হয়।

২। বিগত পাঁচ (২০০৯-২০১৩) বছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

(ক) আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ এবং ২০১২-২০১৫ প্রণয়ন। উল্লেখ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সংঙ্গতি রেখে আমদানি নীতি আদেশ অধিকতর উদারীকরণ করা হয়েছে-যার প্রধান প্রাধান বৈশিষ্ট নিম্নরূপ ঃ

- দেশীয় শিল্প, পণ্য উৎপাদন ও বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ রাখার জন্য শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি সহজতর করা ;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান করা ;
- রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আমদানি ব্যবস্থা সহজতর করা;
- পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর শিথিল করাসহ শিল্পের কাঁচামাল অধিকতর সহজলভ্য করা;
- পরিবেশের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ বান্ধব পণ্য আমদানি নিশ্চিত করা ;
- দেশীয় চলচ্চিত্র সংরক্ষণের স্বার্থে আমদানি নীতিতে বিদেশী চলচ্চিত্র আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা ;
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি সহজতর করা;
- দেশীয় লবণ চাষীদের উৎপাদিত লবণের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করা ;
- দেশীয় চিংড়ি শিল্পকে সংরক্ষণ ও উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করার জন্য চিংড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করা ;
- শাক-সব্জী ও মাছ-মাংসে অবৈধভাবে ফরমালিন মিশ্রণ রোধ করার লক্ষ্যে ফরমালিন আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা ;
- মেলামাইনমুক্ত, হরমোন বিহীন ও ভারী ধাতুমুক্ত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য আমদানি করার লক্ষ্যে আমদানি নীতিতে প্রয়োজনীয় শর্ত সন্নিবেশিত করা;
- শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানি সুবিধা প্রদান করা।

খ। বিদেশী কুটনীতিক, বিদেশী সুবিধাভোগী ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি সংক্রান্ত সকল প্রকার অনুমতি প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন এগ্রিমেন্ট এবং ড্রাফট কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টের উপর আমদানি নীতির আলোকে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ। ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ৬৬৭ টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪০টি নতুন/পুরাতন বিমান আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ। ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয়

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৭(সাত) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৯(নয়)টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ১৪টি মনিটরিং টিমের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস ও ঈদ-উল- ফিতর উপলক্ষে প্রতিদিন দুটি করে টিম বাজার মনিটরিংয়ে নিয়োজিত ছিল। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বর্ধিত চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ স্থিতিশীল ও মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সমুদ্র বন্দরে পণ্য দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ পথ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহণ এবং স্থল বন্দরের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে পণ্য আমদানি নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

চ। বিগত পাঁচ বছর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার বিশ্লেষণ এবং স্টেকহোল্ডার যেমনঃ আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী, বিভিন্ন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ছ। এস.আর.ও নং ২৫৯-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে পিঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, শুকনামরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া, জিরা, আদা, হলুদ, তেজপাতা, সয়াবিন তেল, পামঅয়েল, চিনি খাবার লবন (বিট লবন ব্যতীত)- এ ১৭টি পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ঘোষণা করতঃ বাজারে হস্তক্ষেপ করে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা নিশ্চিত করছে।

জ। এস.আর.ও নং- ৩৩৪-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে সোনার গহনা তৈরি ও জুয়েলারি ব্যবসা এবং এস.আর.ও নং ৩৩৫-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে Iron & Steel materials, Cement, Cotton cloth (wholesale), Cotton cloth(retail), Cotton yarn (wholesale), Cotton yarn(retail), Milk food, Cigarette(wholesaler & distributor)- এ ০৮টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ও লাইসেন্স নবায়ন ফি পুনঃনির্ধারণ করে রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩। আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বিভাগের অর্জন ঃ

(ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক সহায়তায় রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি দ্রুততম সময়ে শুল্কায়ন ও খালাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আমদানি কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

(খ) বিগত পাঁচ (২০০৯-২০১৩) বৎসর রমজান মাস, ঈদ-উল ফিতর, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবসহ বৎসরব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল ছিল।

(গ) ৬৪ টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যিক চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ ঃ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এফটিএ অনুবিভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক কূটনীতির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেড ফোরামে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে থাকে এ অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী;
- সাফটা (সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া), সাপটা (সার্ক প্রিফারেনশিয়াল ট্রেডিং এরেনজমেন্ট), আপটা (এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট),সাসেক (সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনোমিক কো-অপারেশন), আইওআরএ (ইন্ডিয়ান ওশেন রিম এশোসিয়েশন) সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বিমসটেক (বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভস ফর মাল্টিসেক্টরাল এ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন) সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি;
- বিশ্ব ব্যাংক , এডিবি, আইডিবি, আইএফসি, আইএমএফ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি ;
- সিএফসি (কমন ফান্ড ফর কমোডিটিস),ইসি (ইউরোপিয়ান কমিশন), আংকটাড (United Nations Conference on Trade and Development) সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি;
- COMCEC (Standing Committee for Economic and Commercial Co-operation of OIC), TPS-OIC (Trade Preference System among Member States of the OIC), আইসিডিটি (ইসলামিক সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব ট্রেড), Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8), জি-৭ ও জি-৭৭ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জিএসপি (Generalised System of Preference), জিএসটিপি (Global System of Trade Preference), রুলস অব অরিজিন ও সার্ক কিউমুলেশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ট্রেড ফেসিলেটেশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ;
- বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি
- ট্রানজিট সংক্রান্ত বিষয়াদি।

খ) এফটিএ-উইং এর গত ০৫ বছরের (২০০৯-২০১৩) গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

১. সাফটা (**SAFTA**)ঃ

২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সাফটা কমিটি অব এক্সপার্টস এর ৩টি নিয়মিত এবং ২টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাফটা মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলের ৪টি সভা হয়েছে। সাফটার আওতায় সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিষ্টের পণ্যসংখ্যা দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০% হ্রাস করেছে যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ হতে কার্যকর হয়েছে। সাফটার আওতায় ভারত (০৯ নভেম্বর, ২০১১) বাংলাদেশসহ সার্কভূক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকী সব পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে; এর ফলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে।

২. সাটিস (**SATIS**)ঃ

গত ২৯-০৪-২০১০ তারিখ থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬শ সার্ক সামিটে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রথামিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ ০২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিযোগাযোগ ও পর্যটন) এবং ১০টি সার্ভিস সেক্টরে রিকোয়েস্ট করেছে। চুক্তিটি বাস্তবয়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৩. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)ঃ

বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে তুরস্ক ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

৪. আপটা (**APTA**)ঃ

আপটার (এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট) আওতায় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ফেসিলিটেশন এবং ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন লিবারালাইজেশন অব ইনভেস্টমেন্ট চুক্তি বাংলাদেশসহ আপটাভূক্ত দেশসমূহ ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষর করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ২৬ মে, ২০১১ তারিখে আপটা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস স্বাক্ষরসহ ইতোমধ্যে চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। আপটার আওতায় ৪র্থ রাউন্ড ট্যারিফ নেগোসিয়েশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৪র্থ রাউন্ড শেষে আপটার সদস্যদেশসমূহের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কহ্রাসসহ ট্রেড ফ্যাসিলিটিশন, নন-ট্যারিফ বাধা হ্রাস করণ, বিনিয়োগ এবং সেবাখাতে বাণিজ্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। ফলে আপটাভূক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৫. **TPS-OIC** ঃ

OIC সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ০২ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Protocol on the Preferential Tariff Scheme (PRETAS) অনুসমর্থন করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস্ অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশসহ ১০ (দশ)টি দেশ TPS-OIC এর সকল চুক্তি অনুসমর্থন করায় অচিরেই ওই চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তিটি কার্যকর হলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এ চুক্তির রুলস অব

অরিজিনের (৩০% লোকাল ভ্যালু এডিশন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

৬. ডি-৮ (Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States) - আটটি উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ডি-৮ চুক্তি স্বাক্ষর করে। গত পাঁচ বৎসরে এ চুক্তির আওতায় First Trade Ministers Council Meeting এবং Supervisory Committee - এর তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

৭. বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিঃ

গত ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ এবং ৩১ মার্চ, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নবায়ন এর ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিশেষ করে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপনঃ

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর ভারত সফরকালে ২২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারি ও সুনামগঞ্জ জেলার ডলারোতে দুইটি বর্ডার হাট স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দু'দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচা কেনা করতে পারছে এবং অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সীমান্ত এলাকায় শীঘ্রই আরো ০৪টি বর্ডার হাট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯. নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ট্যারিফ বাধা দূর করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৪ জানুয়ারী, ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের ওপর ৪% স্পেশাল এডিশনাল ডিউটি এবং ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ পাটজাত পণ্যের ওপর আরোপিত ১৪% কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি (সিভিডি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে তৈরী পোষাক এবং পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত ২০১১ সালে আখাউড়া, বটুলী, তামাবিল এবং বেনাপোল স্থল-বন্দর সাবান আমদানীর জন্য উন্মুক্ত করে। আমদানী ও রপ্তানী পণ্যবাহী এক দেশের ট্রাক অন্য দেশের দুইশত মিটার ভিতরে প্রবেশের জন্য SOP স্বাক্ষর এবং বলবৎ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানীকৃত জুট ব্যাগের উপর লেবেলিং এর বাধ্যবাধকতা শিথিল করেছে। ভারতে জামদানী শাড়ীর টেস্টের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কোন ল্যাব ছিল না। বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত কলকাতায় একটি ল্যাব চালু করেছে; ফলে জামদানী শাড়ী রপ্তানীর ক্ষেত্রে সময় ও জটিলতা কমেছে। স্থল বন্দর দিয়ে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির বাধা দূরসহ অন্যান্য নন-ট্যারিফ বাধা দূর হয়েছে। বাংলাদেশের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের National Accreditation Board বাংলাদেশের ১৫টি পণ্যের ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর সার্টিফিকেটকে গ্রহণ করার (Accreditation) সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১০. বাংলাদেশ -ভূটান বাণিজ্য চুক্তিঃ

বিগত ০৭-১১-২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে । উক্ত চুক্তির ফলে বুড়িমারির পাশাপাশি গত ০৪-০১-২০১০ তারিখে তামাবিল, এবং ১১-০২-২০১৩ তারিখে গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী (হালুয়াঘাট) এবং নকুগাঁও শুল্কস্টেশন/স্থলবন্দর ভূটানের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-ভূটান পরস্পরকে কতিপয় পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। তাছাড়া, নিয়মিতভাবে বাণিজ্য

সচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা চিহ্নিত ও তা দূর করা সম্ভব হয়েছে। সর্বশেষ ৯-১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাং ার মিনিটস স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১১. বাংলাদেশ - নেপাল বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারকরণঃ

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বশেষ সভাটি ২৯-৩০ জুলাই, ২০১২ সময়ে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ-নেপাল পরস্পরের প্রিফারেন্সিয়াল ও শুল্কমুক্ত মার্কেট একসেসের লক্ষ্যে রিকোয়েস্ট লিস্ট/অফার লিস্ট বিনিময় করেছে। উভয়পক্ষ প্রস্তাবিত পণ্যসমূহের বিষয়ে একমত হলে এ বিষয়ে মডালিটিজ প্রস্তুত করা হবে। এ ছাড়াও পণ্যের স্ট্যান্ডর্ডাইজেশন, দুদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী বাস চলাচল চালুকরন, ব্যবসায়ীদের জন্য On-arrival-visa চালুকরণ, পর্যটন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২. বাংলাদেশ-মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিশনঃ

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে জয়েন্ট ট্রেড কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশনের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সভা যথাক্রমে ২২-২৩ জুলাই ২০১১ তারিখে মিয়ানমারে,

১১-১২ নভেম্বও ২০১২ তারিখে ঢাকায় এবং ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মিয়ানমারের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যেমন-সিমান্ত বাণিজ্য সহজীকরণ, কোস্টাল শিপিং চুক্তি চুড়ান্তকরণ, বিদ্যুৎ আমদানীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ, দুদেশের মধ্যে PTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই, বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদন, ব্যাংকিং চ্যানেলে বাণিজ্য সম্পাদন, এশিয়া ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে ব্যবহার, একক চালানে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির কাজ চলছে।

(ঙ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সেল ঃ

ভূমিকা ঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল এর অন্যতম উদ্দেশ্য ও কাজ হচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নিগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা।

২। বিগত পাঁচ বছরে ডব্লিউটিও সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- গত ৩০ নভেম্বর ২০০৯ হতে ০২ ডিসেম্বর ২০০৯ সময়কালে জেনেভাস্থ ডব্লিউটিও সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ৭ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে এবং উন্নত বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার, সার্ভিস খাতে "মোড-৪" এর আওতায় বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রচেষ্টা চালায়;
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) process এ বাংলাদেশ গত নভেম্বর ২০০৯ এ যোগদান করেছে। প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক DTIS এর খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ বিষয়ে গত ২২-২৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ রুপসী বাংলা হোটেলে সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে Validation Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক জানুয়ারী, ২০১৪ মাসে পুণরায় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ডব্লিউটিও সেল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামতও Validation Workshop এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রতিবেদনটি রিভিউ করছে। রিভিউ শেষে প্রতিবেদনটি National Steering committee তে উপস্থাপন করা হবে। এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হবে। এ স্টাডি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন এবং দাতা সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবে বিধায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন এবং অর্থায়ন সহজ হবে। DTIS মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে Aid for Trade এর আওতায় প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হবে ;
- মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপনপূর্বক TRIPS Need Assessments প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইইউ (EU), ইউএসএ বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে এবং উভয় দেশের সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ TRIPS article 31 (F) & (H) সংশোধনসহ অনুসমর্থন (Ratify) করেছে। এর ফলে Compulsory License এর আওতায় ঔষধ শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে গত ২০১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ডব্লিউটিও'র সহায়তার স্বল্পোন্নত দেশে TRIPS চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়;
- বিগত ০৫ বছরে ডব্লিউটিও টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, সার্ভিস ও নন-এগ্রিকালচার মার্কেট এক্সেস (নামা), Enhanced Integrated Framework(EIF) সম্পর্কে ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ৩০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য নিয়ে ০২ (দুই) দিনের একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়;
- মার্কিন যুক্তরাষ্টের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য পণ্যের শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকারের বিষয়ে কংগ্রেসম্যান মিঃ জিম ম্যাকডরমেট New Partnership for Trade Development Act (NPDTA) ২০০৯ বিল উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য উক্ত বিলে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে;
- দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় "কম্পিটিশন আইন, ২০১২" প্রণয়ন করেছে, যা জাতীয় সংসদ কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ১৫-১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ সময়কালে অনুষ্ঠিত ৮ম ডব্লিউটিও মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, গত ০১ (এক) বছর যাবৎ বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। উক্ত সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় সিদ্বান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবা খাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি "ওয়েভার সিদ্ধান্ত" গৃহীত হয় (এমএফএন ওয়েভার);

খ) স্বল্পোন্নত দেশের আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ট্রিপস চুক্তির অব্যাহতির মেয়াদ জুলাই ২০১৩ সময়ের পরেও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা হবে;

গ) ডব্লিউটিও তে স্বল্পোন্নত দেশের সদস্যভুক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে;

- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে আরোপিত বিভিন্ন মেজারস (যেমন-এন্টি ডামপিং ডিউটি, সেভগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে ডব্লিউটিও সেল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, তুরস্ক তৈরি পোশাকের উপর সেভগার্ড ডিউটি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করলে ডব্লিউটিও সেল তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করে এ সংক্রান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের রপ্তানির স্বপক্ষে তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরে। বিষয়টি এখনও চলমান রয়েছে;
- গত ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০১২ সময়কালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল উল্লিখিত 'টিপিআর' সভায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কোন সদস্য দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ডব্লিউটিও'র নিয়ম-নীতির সাথে কোন প্রকার অসঙ্গতি রয়েছে কিনা, তা-ও 'টিপিআর' এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। তবে, এ রিভিউ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন অসঙ্গতি নিয়ে কোন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান নেই। ডব্লিউটিও'র বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বচ্ছতা অনুশীলনের লক্ষ্যেই এ রিভিউ পরিচালনা করা হয়;
- গত ৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নবম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দোহা রাউন্ডের কিছু বিষয়ে চূড়ান্ত নিগোশিয়েশনের পর ০৩ (তিন) টি ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে 'বালি প্যাকেজ' গৃহীত হয়। প্যাকেজে অন্তর্ভূক্ত ইস্যু ০৩ (তিন) টি হ'ল- ১। ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ, ২। ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এবং ৩। কৃষি। ডেভেলপমেন্ট ইস্যুর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ সংশ্লিষ্ট ০৪ (চার) টি ইস্যু এবং মনিটরিং মেকানিজম রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ সংশ্লিষ্ট ইস্যুর মধ্যে আছে (ক) শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা, খ) রুলস অব অরিজিন, গ) সার্ভিসেস ওয়েভার বাস্তবায়ন এবং ঘ) কটন ইস্যু। তবে ০৪ (চার) টি ইস্যুর মধ্যে শুল্ক ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা , রুলস অব অরিজিন, এবং সার্ভিসেস ওয়েভার ইস্যুতে বাংলাদেশের সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে;
- শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মতে ২০০৫ সালে গৃহীত হংকং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল উন্নত দেশ এখনও কমপক্ষে ৯৭% পণ্যে শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রদান করেনি তাদের আগামী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে তাদের বিদ্যমাণ শুল্ক-মুক্ত সুবিধা সংক্রান্ত স্কীমের পরিধি বৃদ্ধি করে বা Improve করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অধিকতর বাজার সুবিধা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল উন্নত দেশই প্রায় সকল পণ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে। বালি সিদ্ধান্তের ফলে আগামী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা স্কীম এর পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং এতে বাংলাদেশ লাভবান হবে;
- রুলস অব অরিজিন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে শুল্ক-মুক্ত স্কীমের জন্য সহজ ও স্বচ্ছ রুলস অব অরিজিন প্রবর্তন করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন সম্পর্কে মাল্টিলেটারেল লেভেলে একটি গাইড লাইন প্রবর্তিত হয়েছে;
- বালি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সার্ভিসেস কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তা'ছাড়া এলডিসি গ্রুপ কর্তৃক একটি "যৌথ রিকোয়েস্ট" দাখিল করার পর একটি High level conference আহ্বান করা হবে। কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেফারেনশিয়াল সুবিধা প্রদান করতে পারবে তা জানবে। অধিকন্তু, সকল দেশকে ওয়েভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্ব-প্রেণোদিতভাবে প্রেফারেনশিয়াল মার্কেট একসেস প্রদানের জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে । উল্লেখ্য, সার্ভিসেস ওয়েভার সুবিধা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ডব্লিউটিও এবং বিভিন্ন দাতা গ্রুপের সহায়তা ডব্লিউটিও'র এলডিসি গ্রুপ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ০৩ (তিন) টি খ্যাতি সম্পন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় স্টাডি করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে সঠিক Sector, Mode এবং Market চিহ্নিত করে উন্নত দেশসমূহের নিকট Request submit করা হলে সেবাখাতে Preferential Market Access অর্জন করা সম্ভব হবে এবং তা থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট লাভবান হবে;
- বালি সম্মেলনে ট্রেড ফেসিলিটেশন সম্পর্কে একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ও সময় হ্রাস পাবে। বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সহজতর হবে এবং ব্যবসা আরও 'কম্পিটিটিভ' হবে। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন সিস্টেম উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য লাভবান হবে;

- সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার মানসে UNCTAD এর সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেবা খাতের বর্তমান নীতিমালা রিভিউ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। রিভিউর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নতুন করে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- ২০১১ সালের মে মাসে তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ৪র্থ সম্মেলন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছর (২০১১-২০২০ সাল) মেয়াদী একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা "Istanbul Plan of Action" নামে পরিচিত। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় একটি "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" (National Plan of Actions) প্রস্তুত করে, যা ২০১৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ইতোমধ্যে সকল ষ্টেকহোল্ডারকে নিয়ে আলোচনা করে এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেলের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয় । বাণিজ্য সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ এবং ইউএসটিআর-এর ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ উইন্ডি কাটলার স্ব-স্ব দেশের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার একটি প্লাটফর্ম তৈরি হলো। উক্ত ফোরামে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে এ ফোরামে বাংলাদেশকে প্রদেয় জিএসপি ও ডিউটি-ফ্রি কোটা-ফ্রি (ডিএফকিউএফ) বাজার সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা যায়। উভয় দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগসহ শ্রম অধিকার বিশেষ করে জিএসপি পূনর্বহালের বিষয়ে প্রদত্ত 'বাংলাদেশ এ্যাকশান প্ল্যান-২০১৩' এর অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

৩। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডব্লিউটিও সেলের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

১) 'টিকফা' চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠেয় আসন্ন দ্বিপাক্ষিক সভাসহ পরবর্তী সকল সভায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের বিষয় যুক্তিসহ উপস্থাপন করা হবে;

২) TRIPS এর আওতায় Pharmaceutical পণ্যের জন্য TRIPS বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ২০১৬ সালের পরেও বর্ধিতকরণের বিষয়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে:

- এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভার মাধ্যমে তাদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান (Position) ও স্ট্রাটেজী নির্ধারণ করা হবে;
- জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনকে এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও স্ট্রাটেজী (Strategy) অবহিত করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হবে;
- WTO'র সংশ্লিষ্ট ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জোরালো নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হবে;

৩) স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত Services Waiver কাজে লাগিয়ে সেবা খাতে Preferential Market Access সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে Stakeholder-দের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে Services Waiver গৃহীত হওয়ার পর হতে এ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য স্টেকহোল্ডাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত আছে এবং তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া এ বিষয়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে;

- জেনেভাস্থ LDC Group এর উদ্যোগে চলমান স্টাডি প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকে বাংলাদেশের সেবা খাত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা হবে;
- LDC Group এর Study ব্যতীত বাংলাদেশ নিজস্ব উদ্যোগে Services Waiver সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Study পরিচালনা করে সম্ভাবনাময় সেবা খাত/'মোড' এবং বাজার চিহ্নিত করে Services Waiver এবং এর আওতায় Preferential Market Access অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হবে;
- বালি প্যাকেজে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে LDC Group এর পক্ষ থেকে যাতে যত দ্রুত সম্ভব একটি Joint Request Submit করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- বালি প্যাকেজে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Joint Request Submit করার পর ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে WTO'র সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল কর্তৃক High level Conference আয়োজনের বিষয়ে প্রচেষ্টা চালানো হবে;
- High level Conference-এ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতসমূহে যাতে বিভিন্ন দেশের বাজারে Services Waiver এর আলোকে Preferential Market Access পাওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে;

- WTO System-এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে Waiver সিদ্ধান্তের আওতায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সেবা খাতে Preferential Market Access পাওয়ার বিষয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হবে।

ছবি ঃ বালি সম্মেলনে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ছবি।

(চ) বাণিজ্য সংগঠন (টিও) সেল ঃ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বিশেষ করে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিসমূহ এবং দেশ ভিত্তিক বিভিন্ন Foreign Chambers এসোসিয়েশনসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন উইং এর তত্ত্বাবধানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন উইং উক্ত সংগঠনসমূহের সৃজন এবং তাদের পরিচালনা সুগম করার লক্ষে কাজ করে।

২। কার্যাবলী ঃ

- বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে লাইসেন্স প্রদান।
- লাইসেন্স প্রাপ্ত সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।
- সংগঠন যথাযথভাবে ব্যবস্থাপিত না হলে নির্বাহী কমিটি বাতিলপূর্বক প্রশাসক নিয়োগ।
- যুক্তিসংগত কারণে কোন সংগঠন নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।
- সংগঠনসমূহের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।
- সংগঠনসমূহের নির্বাচন পদ্ধতিসহ যাবতীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন।
- বাণিজ্য সংগঠন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন ও আইনের সংশোধন।

৩। বাণিজ্য সংগঠন উইং এর পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ

(১) বাণিজ্য সংগঠন (টি,ও) লাইসেন্স প্রদান ঃ

বাণিজ্য সংগঠন উইং হতে ২০০৯-২০১৪ অর্থবছরে ইস্যুকৃত ও বাতিলকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

অর্থ বছর	বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার আওতায় প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট ইস্যুকৃত লাইসেন্স	বাতিলকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
২০০৯-২০১৩	১৪১	৩৮	১৭৯	০৪

(২) বাণিজ্য সংগঠন এর অর্জনসমূহ

- মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন;
- মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন;
- The Partnership (Amendment) Act, 2013 প্রণয়ন;
- The Societies Registration (Amendment) Act, 2013 প্রণয়ন।

(৩) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চলমান উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রমঃ

দেশের বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহকে যুগোপযোগী ও অধিকতর ব্যবসাবান্ধব করার নিমিত্ত অত্র উইং হতে নিম্নোক্ত আইনসমূহ নতুন করে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ঃ

- Societies Registration Act, 2014 নতুনভাবে প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- নতুন কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১৩ এর এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(ছ) বস্ত্র সেল ঃ

ভূমিকা ঃ

তৈরী পোশাক (আরএমজি) বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। এ খাত থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০% অর্জিত হয় (স্মারণি-১)। এ সেক্টরে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত আছে। এ সেক্টরের উপর ভিত্তি করে সহায়ক পণ্য ও সেবা শিল্পের বহুবিধ সাব-সেক্টরসমূহ গড়ে উঠেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে রপ্তানি ১০৬৯৯ মিলিয়ন ডলারের বিপরীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের এ খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২১৫১৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সময়োচিত ও বাস্তবানুগ আর্থিক ও মুদ্রানীতি, ট্যাক্স নীতি, বাণিজ্য নীতি ও সুষম বিনিয়োগ নীতি গ্রহণের ফলে ২০০৯-২০১৩ সময়ে তৈরী পোশাক গড় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫%।

স্মারণি-১: রপ্তানিতে তৈরী পোশাক শিল্পের অবদান

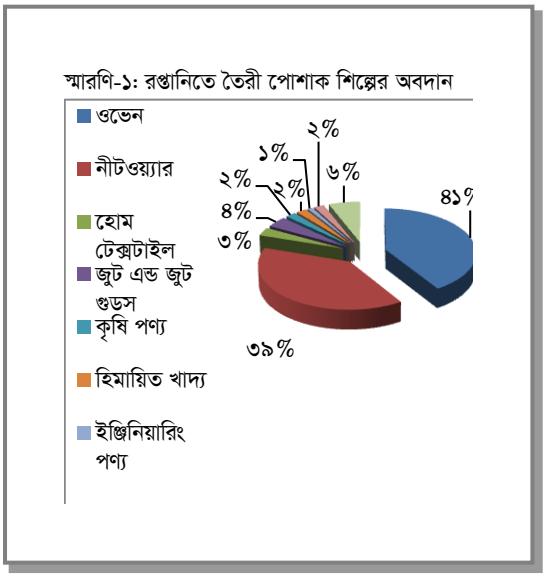

২। বস্ত্র সেলের কার্যক্রম ঃ

তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা, সম্প্রসারণসহ এ শিল্পে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে নীতিগত সহায়তা প্রদান, শ্রমিক কল্যাণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা, কারখানার দূর্ঘটনা লাঘব, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন ইত্যাদি কার্যাবলী বস্ত্র সেল থেকে সম্পাদিত হয়ে থাকে। উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে তৈরী পোশাক শিল্পের সাথে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস,সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, এসোসিয়েশন, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদির সাথে কাজ করে থাকে।

৩। তৈরী পোশাক সেক্টরে শ্রম কল্যাণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে 'সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম (এসসিএফ)' ফর আরএমজি

গত ১১ এপ্রিল, ২০০৫ সালে সাভারে অবস্থিত স্পেকট্রাম সোয়েটার ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিঃ কারখানা ভবন ধ্বসে পড়ায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হলে দেশে-বিদেশে এ শিল্প বহুল সমালোচনায় নিপতিত হয়। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং রপ্তানি গতিধারা অব্যাহত রাখতে গত ২৬ জুলাই, ২০০৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী 'সোসাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি' (এসসিএফ) গঠন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হলেন এ ফোরামের চেয়ারপার্সন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হলেন কো-চেয়ারপার্সন। প্রতি ৩ মাস অন্তর এ ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ যাবৎ ২৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি ও শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়ন, তৈরি পোশাক কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, দূর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনসহ তৈরি পোশাক রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিরসনকল্পে নীতিগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এ ফোরাম কাজ করে যাচ্ছে। কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের ফলে আমদানিকারকগণের আস্থা বাড়ছে এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে।

৪। জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখা ও স্থগিত সুবিধা পুনর্বহালের লক্ষ্যে কার্যক্রম ঃ

৪.১ কানাডিয়ান জিএসপি

কানাডা দীর্ঘদিন যাবত উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যের জন্য জেনারেলাইজ্ড সিস্টেমস অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) সুবিধা প্রদান করে আসছে। উক্ত জিএসপি'র আওতায় ২০০৩ সাল হতে কানাডা বাংলাদেশসহ সকল স্বল্পোন্নত দেশকে সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর কানাডা তাদের জিএসপি স্কিম (যা জেনারেল প্রিফারেন্সিয়াল ট্যারিফ (GPT) নামে পরিচিত) রিভিউ করে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য রিভাইজ্ড জিএসপি স্কিম চালু করে। বিদ্যমান স্কিমটি চালু হয় ২০০৪ সালে যার মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০১৪ শেষ হবে। পরবর্তী জিএসপি রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে ২০১৪ সালে যার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কানাডা গত ২২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে একটি নোটিশ জারি করে এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহের উপর ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখের মধ্যে আগ্রহীদের মতামত আহবান করে। কানাডা পরবর্তী জিএসপি রিভিউ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, জিএসপি'র যোগ্য দেশসমূহের তালিকা থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়বে না। তবে ভারত ও চীনসহ বেশ কিছু দেশকে ঐ তালিকা থেকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে টেক্সটাইল ও এ্যাপারেল রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য Rules of Origin, Single Stage Conversion বা ২৫% মূল্য সংযোজন (Value addition) করার প্রস্তাব সম্বলিত বাংলাদেশের মতামত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। জানা যায় যে, কানাডা স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন শিথিল করবে। ফলে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধাভোগকারী দেশসমূহ হতে কাঁচামাল আমদানি করে দেশে মাত্র ২৫% মূল্য সংযোজন করে কানাডায় শুল্কমুক্ত সুবিধাভোগ করতে পারবে। এর ফলে কানাডার বাজারে তৈরী পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৪.২ যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি পুনর্বহাল

বাংলাদেশ ১৯৭৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেলাইজ্ড সিস্টেম অব প্রিফারেন্স (জিএসপি)এর আওতায় তৈরী পোশাক ছাড়া কতিপয় পণ্য যেমন চিংড়ি, চা, সিরামিক, চশমা, প্লাস্টিক পণ্য ইত্যাদি পণ্যের শুল্কমুক্ত মার্কেট একসেস সুবিধা পেয়ে আসছে। জুন ২০১৩ মাস

থেকে এ সুবিধা স্থগিত আছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অবস্থিত তৈরী পোশাক শিল্প, মৎস্য শিল্প এবং বেপজায় অবস্থিত কারখানাসমূহে শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘণের অভিযোগ করে বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধাপ্রাপ্ত দেশসমূহের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রস্থ American Federation of Labour & Congress of Industrial Organization (AFL-CIO)কর্তৃক United States Trade Representative (USTR) -এ গত ২২ জুন ২০০৭ তারিখে একটি পিটিশন দাখিল করা হয়। উক্ত পিটিশনের প্রেক্ষিতে USTR -এ গত ০৪ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে প্রথম, ২৪ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দ্বিতীয় ও ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে তৃতীয় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জিএসপি শুনানিতে অংশগ্রহণ করে। বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল উক্ত শুনানিতে অংশগ্রহণপূর্বক AFL-CIO কর্তৃক আনীত অভিযোগ খন্ডন করে বক্তব্য উপস্থাপন করে।

গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে তাজরীন গার্মেন্টেসে সংঘটিত অগ্নিকান্ড এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর গত ২৭ জুন, ২০১৩ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য জিএসপি স্থগিত করে এবং গত ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে জিএসপি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'Bangladesh Action Plan 2013'ঘোষণা করে। উক্ত পরিকল্পনায় আইনগত ও নীতিগত ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক পূনর্গঠন,রপ্তানিযোগ্য সকল তৈরী পোশাক কারখানা ভবনের ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল বিষয়ক যাচাই, প্রশাসনিক, শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, দুটি এনজিও'র কার্যক্রম পুনঃচালু করা,জনসাধারণের প্রবেশযোগ্য ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা, শ্রম ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ত্বরান্বিত করা, হটলাইন প্রতিষ্ঠা করা, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ প্রগ্রাম বাস্তবায়ন, চিংড়ী সেক্টরে শ্রম অধিকার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষা করা ইতাদি বিষয় রয়েছে।

জিএসপি সুবিধা পুনর্বহালে কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত শর্তাবলী পূরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত ও চলমান কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- শ্রম অধিকার উন্নয়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ গৃহীত হয়েছে। শ্রম আইন সংশ্লিষ্ট বিধির খসড়া প্রস্তুতপূর্বক তার উপর স্টেকহোল্ডারদের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। জুলাই ২০১৪ মাস নাগাদ বিধিটি চূড়ান্ত হবে।
- ইপিজেড শিল্প সম্পর্ক আইনকে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটি কাজ করছে। আগামী অক্টোবর ২০১৪ মাসের মধ্যে এটি আইনে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।
- ২ জন শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে চার্জসিট দেওয়া হয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- তাজরিন ফ্যাশানস লিঃ এর মালিকদেরকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে অবহেলা করার জন্য গ্রেফতার করাসহ তার বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রানা প্লাজা ধ্বসের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর (ডিআইএফই)-কে ৯৯৩ জন জনবল সম্বলিত ডিপার্টমেন্টে রূপান্তর করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৭৫ জন পরিদর্শক। মার্চ ২০১৪ মাসে আপগ্রেডেড ডিপার্টমেন্টের নিয়োগ বিধিমালা গৃহীত হয়েছে। প্রতিশ্রুত ২০০ জন পরিদর্শকের মধ্যে ইতোমধ্যে ৬৭ জন নতুন পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পরিদর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর বর্তমান ৪৮টি পদের অতিরিক্ত ১৫০টি ভবন পরিদর্শকের পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বর্তমান ৫০ জন অগ্নি পরিদর্শকের পদের অতিরিক্ত ২১৮টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) এর ৮টি পরিদর্শকের পদ বৃদ্ধি করে ৪০টি পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি সরকারের অনুমোদনের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার-এ বিদ্যমান ৭১২টি পদ থেকে ১১০০টি পদে উন্নীত করার প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- চালু ৩৪৯৭টি রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন সংক্রান্ত বিষয়ে যাচাই করা হবে। আইএলও এর সহযোগে প্রস্তুতকৃত Common operating manual অনুযায়ী ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর প্রকৌশলীদের ৩০টি জাতীয় দল, অ্যালায়েন্স ও এ্যাকোর্ড প্রায় অর্ধেক তৈরী পোশাক কারখানা যাচাই (assess) করেছে। রিভিউ প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী মাত্র ১৭টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমান বছরের মধ্যেই যাচাই(assess) কার্যক্রম শেষ হবে। এ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এ্যাকোর্ড ও অ্যালায়েন্সসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সাথে একাধিক সভা করেছেন।
- জাইকা তৈরী পোশাক কারখানার রেমিডিয়েশন ও রিলোকেশনের কল্পে টা.১০০০ মিলিয়নের একটি প্রকল্প শুরু করেছে।
- আইএলও এর সহযোগে সরকার রপ্তানিমুখী সকল তৈরী পোশাকের তথ্য সমৃদ্ধ জনসাধারণের প্রবেশযোগ্য এক ডাটাবেইজ প্রস্তুতের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) ইতোমধ্যে একটি হটলাইন স্থাপন করেছে। একটি প্রকল্পের আওতায় ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (ডিওএল) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে আরো দুটি 'হটলাইন' স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

- শ্রম আইন সংশোধনের পর শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের নতুন গতি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ সাল পর্যন্ত তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রম ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩১টি। ২০১৩ সালে নতুন করে আরো ৮৩টি শ্রম ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে।
- আগস্ট ২০১৩ মাসে Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) ও Social Activities for the Environment (SAFE) এর কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তারা আগস্ট ২০১৩ থেকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ৬৪৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানার কাছ থেকে ১.৫৫ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছে।
- ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে আইএলও/আইএফসি বেটার ওয়ার্ক প্রগ্রাম চালু হয়েছে।
- তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিক কল্যাণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আলোকে সম্পাদিত কার্যাবলী ও অবাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ (যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, নেদারল্যান্ড, কানাডা ও ইইউভুক্ত কোনো দেশ) এবং সিনিয়র সচিব/সচিবগণের (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) মধ্যে নিয়মিত সভা হচ্ছে।

ছবি: মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এ্যাকোর্ড ও অ্যালায়েন্স-এর সাথে সভা করছেন

আশা করা যায় যে, গৃহীত কার্যক্রমের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।

৪.৩ ইউরোপিয় ইউনিয়নে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখা

বাংলাদেশের শ্রমিক পরিবেশ বিষয়ে আয়োজিত কনফারেন্সে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলো-আপ হিসেবে জেনেভায় বাংলাদেশের ত্রিপক্ষ (সরকার, কারখানা মালিক ও শ্রমিক) ইউরোপিয় ক্রেতা, ব্র্যান্ড, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের উপস্থিতিতে 'সাসটেইনিবিলিটি কমপ্যাক্ট' গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উক্ত পরিকল্পনার সাথে একাত্ব ঘোষণা করে 'সাসটেইনিবিলিটি কমপ্যাক্ট'-এর কর্মপরিকল্পনাসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য শ্রমিকের কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ নিরাপত্তা বিধানে আইনগত সংস্কার, শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বাড়ানো, রপ্তানিযোগ্য চালু সকল কারখানা ভবনের স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে এসেসমেন্ট, শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের নিবন্ধন ও সংগঠনের অধিকার, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কারখানা পরিদর্শন, কার্যকরী ওয়েবসাইট তৈরি, রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চলে প্রচলিত শ্রম আইন যুগোপযোগী করা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ইউরোপিয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে ইউরোপিয় ইউনিয়ন(ব্রাসেলস), আইএলও(জেনেভা, ব্রাসেলস, ঢাকা), ইউএস-ডিপার্টমেন্ট অব লেবার, ইউএস-স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ইউএসটিআর এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইউরোপিয় কমিশনের কমিশনার উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

চিত্র: ৩+৫ এর সদস্যবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী

উক্ত প্লানসমূহ বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এসোশিয়েশনের সাথে কাজ করছে।

৫.০ তৈরী পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং নীতিমালা প্রণয়ন

তাজরীন অগ্নি দূর্ঘটনার পর তৈরী পোশাক কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত মার্চ, ২০১৩ National Tripartite Action Plan on Fire Safety গৃহীত হয়। ২৪ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর উক্ত কর্ম-পরিকল্পনাতে ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত Structural Integrityযোগ করেNational Tripartite Action Plan on Fire Safety and Structural Integrity শিরোনামে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনার তৈরী পোশাক শিল্পের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সাব-কন্ট্রাক্টিং সিস্টেম গঠনে পলিসি এজেন্সি হিসেবে কাজ করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। লিড এজেন্সি হিসেবে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং পার্টনার এজেন্সি হিসেবে National Coordination Committee for Worker's Education(NCCWE) ও Bangladesh National Council for Textile, Garments and Leather Workers (BNC) নাম উল্লেখ করা হয়। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে খসড়া সাব-কন্ট্রাক্টিং নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

৬.০ গার্মেন্টস শিল্প পার্ক স্থাপন

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় 'গার্মেন্টস শিল্প পার্ক' স্থাপনের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। গত গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মতে প্রস্তাবিত 'গার্মেন্টস শিল্প পার্ক' স্থাপনে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ৫০৫.১২

একর এবং ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে রাস্তা প্রশস্ততার জন্য অতিরিক্ত ২৫.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পার্ক স্থাপনে জমি অধিগ্রহণ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান আছে।

৭.০ তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম

তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০.০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মে ২০১০ তারিখ থেকে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। ওভেন, নীট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এপ্রিল, ২০১৪ সময় পর্যন্ত মোট ৩৮৩৪ জন শ্রমিক ও ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, তৈরী পোশাক কারখানায় প্রবেশ পর্যায়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন শ্রমিক তৈরীর কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(জ) পরিকল্পনা সেল ঃ

ভূমিকা ঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন বিনিয়োগ প্রকল্প নেই। উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত সময় থেকে ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড়, অর্থ ব্যয়সহ সকল কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগীগণ নিজ তত্ত্বাবধানে করে থাকেন। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্য নীতি প্রণয়নে পরামর্শক সেবা, তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্সসমূহ পূরণ, এ শিল্পের ফ্যাশন-ডিজাইন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমূখীকরণের কাজ চলছে।

২। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি ঃ

(১) প্রকল্পের নাম ঃ Bangladesh Leather Service Center
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৭৫.১৮ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১
অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের মানোন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য Bangladesh Leather Service Center নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সার্ভিস সেন্টারটি ৮টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চামড়াজাত পণ্যের মানোন্নয়ন কাজ করে। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অফ লেদার টেকনোলজি এর ল্যাবরেটরি পণ্যের কোয়ালিটি পরীক্ষায় ১৯টি টেষ্ট সম্পাদনের স্বীকৃতি অর্জন করে।

(২) প্রকল্পের নাম ঃ Readymade Garments Trade Promotion.
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০০৯-ডিসেম্বর, ২০১১
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা
অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির প্রেক্ষিতে বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক শিল্পের ইমেজ তৈরি কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের নিজস্ব ব্রান্ড ইমেজ সৃষ্টিকল্পে স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনীসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের নাম ঃ "Strengthening the Office of the Focal point (WTO Cell of the Ministry of Commerce) in Promoting and Diversifying the Trade
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১১-জুন, ২০১২
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান। এ প্রকল্পের মাধ্যমে WTO এর নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিতকরনের লক্ষ্যে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদেরকে নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মাবলী সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ অবহিত হয়েছেন।

(৪) প্রকল্পের নাম ঃ Developing Business Services Markets in Bangladesh (Phase-II)
বাস্তবায়নকালঃ মার্চ, ২০০৮-মার্চ, ২০১৩
প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৭৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা
অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৮টি পণ্যের/সেবার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব পণ্য/ সেবার অভ্যন্তরীণ বাজার ও রপ্তানি বাজারে সরবরাহ লাইনে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিপুল গ্রামীণ গরিব জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৩। চলমান প্রকল্প ঃ

(১) প্রকল্পের নাম ঃ Bangladesh Trade Policy Support Programme (BTPSP)
বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর, ২০০৯-সেপ্টেম্বর, ২০১৫
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৭০৬.০০ লক্ষ টাকা
অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি কমপ্রিহেনসিভ ট্রেড পলিসি তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দ্রুত সেবা প্রদানের নিমিত্ত জিএসপি আটোমেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। জিএসপি অটোমেশনের ফলে অতি অল্প সময়ে রপ্তানিকারকগণ জিএসপি সার্টিফিকেশন সুবিধা পাবে। প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম ঃ "Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme".

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৫

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা

অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের মাধ্যমে RMG Sector এ ফ্যাশন ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিআইএফটি)'কে ইউনিভার্সিটিতে (বিইউএফটি) উন্নীতকরণে সহায়তা করা হয়েছে। বিকেএমইএ'র জন্য Institute of Apparel Research & Technology (iART) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিইউএফটি-কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিইউএফটি'র সাথে London College of Fashion Technology, Niederrhein University of Germany এবং Technical University of Leberic এর MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। RMG বাজার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণা করা জন্য গার্মেন্টস স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের নাম ঃ "Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES)"

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১০-ডিসেম্বর, ২০১৪

প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৩৬০.০০ লক্ষ টাকা

অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং আইএলও এর মানদন্ড অনুযায়ী ৯০০ ফ্যাক্টরীতে কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের কাজ চলছে। আরএমজি ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন কম্প্লায়েন্স ইস্যুর উপর নির্বাচিত কারখানার অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে এনজিও'র মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এছাড়া নির্বাচিত টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) প্রকল্পের নাম ঃ "Bangladesh Economic Growth Programme (BEGP)".

বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-সেপ্টেম্বর, ২০১৪

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা

অর্জিত সাফল্য/কার্যাবলীঃ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য, কৃষি ও চামড়া সেক্টরের নির্বাচিত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত ৩টি সেক্টরের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কাজ করা হচ্ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বিধিবদ্ধ সংস্থার গত পাঁচ বৎসরের (২০০৯-২০১৩) কার্যক্রম

১। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঃ

ভূমিকা ঃ

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন একটি জাতীয় সংস্থা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৬২ সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারি সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ (XIVii) Export Promotion Bureau Ordinance-1977 বলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারি ও বেসকারি সংস্থার ১৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। তন্মোধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য খাত হতে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট-এর সদস্য হিসেবে ০৪ জন প্রতিনিধিকে সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পদাধিকার বলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট-এর চেয়ারম্যান। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর ভাইস-চেয়ারম্যান। তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তুলনামূলক সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে নির্ভরশীল বহুমুখী পণ্য ও বাজার তৈরীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সুদৃঢ় টেকসই রপ্তানি খাত সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমাগত উন্নয়ন ও জিডিপি'তে রপ্তানির অবদান বৃদ্ধিসহ দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ছাড়া তিনটি আঞ্চলিক অফিস যথাঃ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী এবং তিনটি শাখা অফিস যথাঃ সিলেট, কুমিল্লা ও নারায়নগঞ্জের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ইতালীর মিলানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর একটি বৈদেশিক শাখা অফিস ছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালের পর থেকে উক্ত অফিসের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।

২। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- রপ্তানি নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ;
- দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- পণ্য ও দেশ ভিত্তিক রপ্তানি আয় পর্যালোচনা এবং রপ্তানি প্রবনতা নিরূপণসহ রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ;
- পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যের সম্ভাবনা, সমস্যা ও করণীয়, নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা;
- সৃষ্ট বাণিজ্য বিরোধসমূহ পারস্পরিক আলেচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা;
- রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের রপ্তানিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানিকারকবৃন্দের মাঝে যথাক্রমে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ এবং সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচনে সরকারকে সহায়তা দান;
- নতুন ও সম্ভাবনাময় পণ্যের বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে পণ্য ভিত্তিক স্থানীয় মেলা আয়োজন;
- রপ্তানি বাজার উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একক দেশীয় মেলা আয়োজন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিচালনা;
- রপ্তানি ডাটা সংগ্রহসহ রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন, বাণিজ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নত দেশ হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে জিএসপি, সাফটা (SAFTA), সাপটা (SAPTA), আপটা (APTA), চায়না সিও, কোরিয়ান সিও, Annex III মেক্সিকো, বিমসটেক (BIMSTEC) সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ।

৩। বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাফল্য

৩.১ রপ্তানি খাতে অর্জন ঃ রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো পণ্যের মান ও মূল্যগত প্রতিযোগী অবস্থান নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে বিগত ৫ বছরে রপ্তানি খাতে অনুকূল প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ২০০৯ হতে ২০১৩ বছরে বাংলাদেশের অর্জিত রপ্তানি আয় ও প্রবৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(মিঃ মাঃ ডলার)

অর্থ বছর	রপ্তানি আয়	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
২০০৮-২০০৯	১৫৫৬৫.১৯	(+) ১০.৩১%
২০০৯-২০১০	১৬২০৪.৬৫	(+) ৪.১১%
২০১০-২০১১	২২৯২৮.২২	(+) ৪১.৪৯%
২০১১-২০১২	২৪৩০১.৯০	(+) ৫.৯৯%
২০১২-২০১৩	২৭০২৭.৩৬	(+) ১১.২২%

৩.২ ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উন্নত দেশসমূহে ব্যাপক হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি, কর্মচ্যুতি ও শ্রম মজুরী হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় অঞ্চলে এ অবস্থা চরম সংকটে রূপ নেয়। তাছাড়া দঃ কোরিয়াসহ উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে সরকারের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী, রপ্তানি বাণিজ্যে প্রণোদনা ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া যায়। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর হতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সরকারের বিগত ৫ বছর মেয়াদে রপ্তানি বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

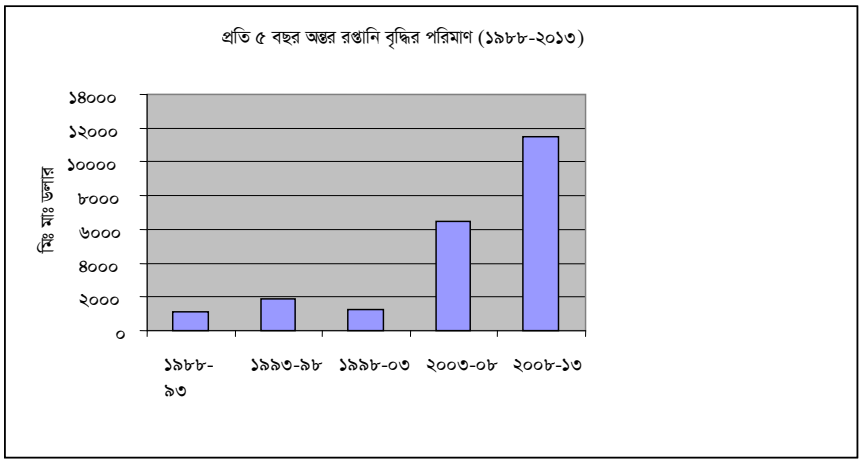

উৎস্য ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বে মহা-মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও দেশের ইতিহাসে বিগত ৫ বছরে সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড।

৩.৩ বাংলাদেশ প্রায় ২০৪টি গন্তব্যে পণ্য রপ্তানি করলেও বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার হ'ল ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আমেরিকা হতে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭১.৭৭ শতাংশ অর্জিত হয় এবং অন্যান্য দেশ হতে মোট রপ্তানি আয়ের ২৮.২৩ শতাংশ অর্জিত হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের দেশভিত্তিক রপ্তানী আয় নিম্নোক্ত চিত্রে প্রদত্ত হলোঃ

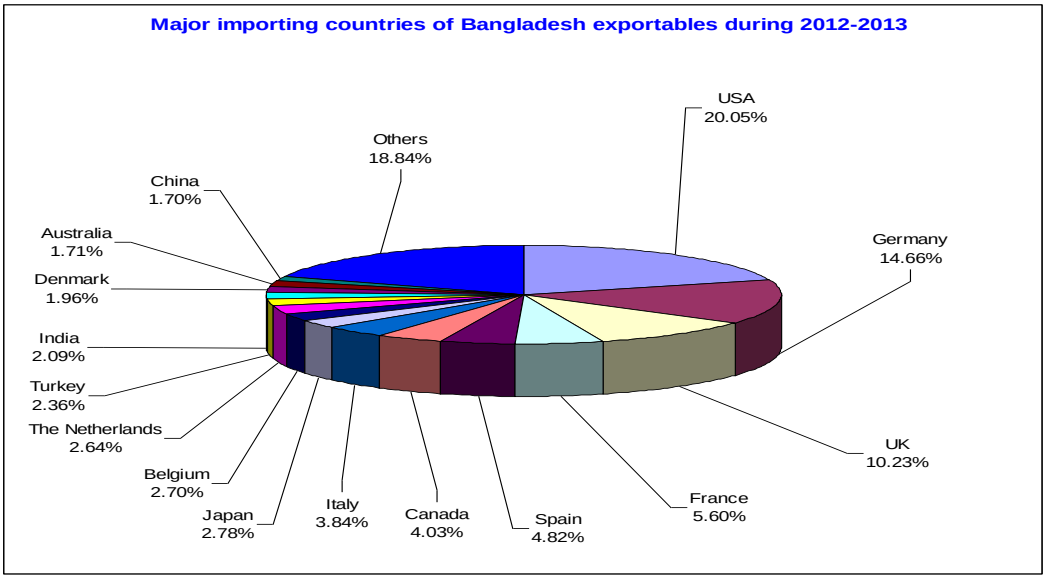

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক রপ্তানি আয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

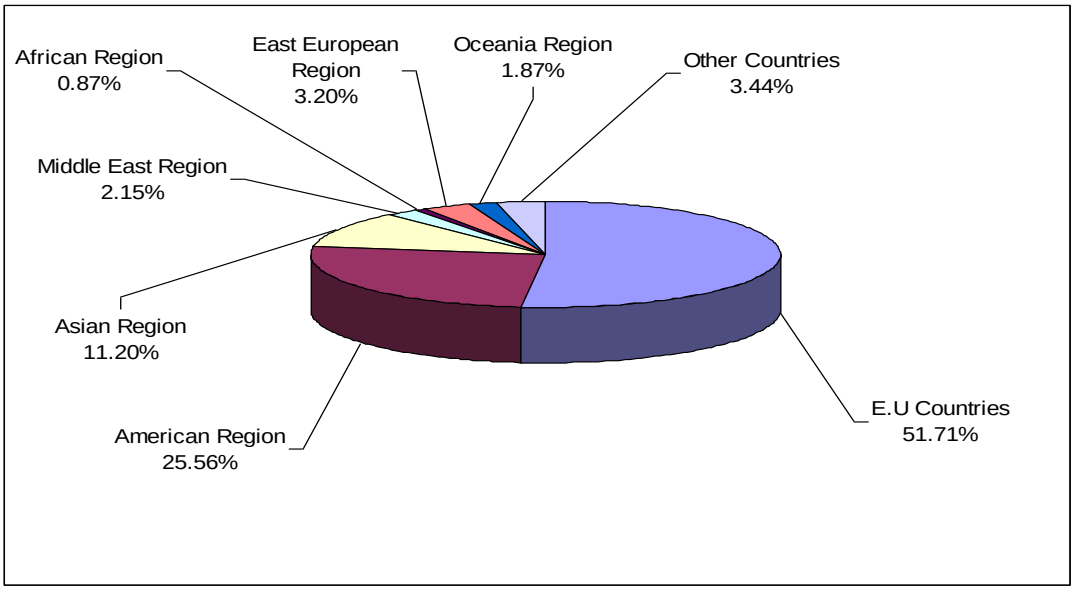

৪. **রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় হ'ল সীমিত রপ্তানি পণ্য ও সীমিত রপ্তানি বাজার। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানতঃ ৬টি পণ্যের উপর নির্ভরশীল যথা- তৈরী পোশাক (নিটওয়্যার ও ওভেন গামেন্টস), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (পাদুকা সহ), পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, হোমটেক্সটাইল এবং কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য। উল্লিখিত রপ্তানি পণ্য হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট আয়ের প্রায় ৯৩.৯৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৩১টি পণ্য হতে মোট রপ্তানি আয়ের ৬.০৩ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৮ ভাগ এ দুটি বাজার হতে অর্জিত হয়। উক্ত অন্তরায়সমূহ অতিক্রমের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিগত ৫ বছরে নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করেছেঃ

- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ;
- রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ;
- রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সহায়তা;
- বাণিজ্য তথ্য সংকলন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- রপ্তানি বাণিজ্যে সেবাখাতকে অন্তর্ভূক্তকরণ;

- পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের শুল্কসহ নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা-বিপত্তি (অশুল্ক বাঁধাসমূহ) দূরীকরণার্থে সহায়তা প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন।

৪.১ রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণঃ

দুর্বল রপ্তানি পণ্যের অবদান বৃদ্ধিকরণ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ১২টি পণ্যকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচনা করে এসব পণ্যের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। চিহ্নিত ১২টি পণ্য হচ্ছে জাহাজ, ফার্নিচার, রাবার, ঔষধ, ইলেকট্রনিক্স, হোম এ্যাপলায়েন্স, কাগজ, প্রিন্টেড মেটারিয়াল ও প্যাকেজিং, আইসিটি, লাগেজ, এগ্রোপ্রসেস ফুড, চামড়া ও খেলনা। এসব পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

দেশজ কাঁচামাল নির্ভর আঞ্চলিক পণ্য উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য তালিকায় নতুন পণ্য সংযোজন ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচীর আওতায় ৪১টি জেলায় ১৪টি রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। জেলাওয়ারী নির্বাচিত "এক জেলা এক পণ্য" (ODOP) কর্মসূচীভুক্ত পণ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পণ্য	জেলা
০১.	আগর উড এবং আগর আতর	মৌলভীবাজার
০২.	কাঁকড়া	খুলনা
০৩.	ভেষজ উদ্ভিদ	নাটোর
০৪.	সরু ও সুগন্ধি চাল	দিনাজপুর, নওগাঁ ও কুষ্টিয়া
০৫.	অর্গানিক চা	পঞ্চগড়
০৬.	রাবার	বান্দরবান
০৭.	হস্তশিল্প	সুনামগঞ্জ, ফেনী, ফরিদপুর, জামালপুর, রংপুর ও কুড়িগ্রাম
০৮.	হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র	রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিলা ও রাঙ্গামাটি
০৯.	পাঁপড়	দিনাজপুর
১০.	তাজা শাক-সব্জি	জয়পুরহাট, চাঁদপুর, বগুড়া, নীলফামারী, মুন্সিগঞ্জ, মেহেরপুর, যশোর, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ঝিনাইদহ ও নারায়নগঞ্জ
১১.	মাছ	নেত্রকোনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও নড়াইল
১২.	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	চট্রগ্রাম
১৩.	আনারস	খাগড়াছড়ি
১৪.	পান	চুয়াডাঙ্গা

নির্বাচিত পণ্যাদির মধ্যে পাঁপড়, আগর উড ও আতর এবং রাবার এর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রপ্তানি পণ্য তালিকায় রাবার এবং আগর কাঠ ও আতর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পাঁপড়ের স্বাস্থ্য-সম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পাঁপড় এর BS Standard নির্ধারণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে পাঁপড়ের food value পরীক্ষায় অনুকূল ফলাফল পাওয়া গেছে। বর্তমানে মাইক্রো বায়োলজিক্যাল টেস্ট এর জন্য পাঁপড়ের নমুনা লন্ডনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল অনুকূল হলে বাংলাদেশ হতে পাঁপড়ের রপ্তানি শুরু করা সম্ভব হবে।

প্রতিযোগী মূল্যে কাঁচামাল আমাদনির লক্ষ্যে ইডিএফ তহবিল এর সম্প্রসারণ ঃ প্রতিযোগী মূল্যে কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশে ৯০-এর দশকে সরকার কর্তৃক এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে এ তহবিলে অর্থের পরিমাণ ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বর্ধিত করে ২০১৪ সালে এটিকে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। এ তহবিল হতে রপ্তানিকারকদেরকে কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২% থেকে ৩% এরও কম সুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। অত্যন্ত কম সুদের এ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সরকার রপ্তানিকারকদেরকে প্রতিযোগী মূল্যে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাঁদের রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করছে। ফলে দেশে রপ্তানি ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগী অবস্থান নিশ্চিতকরণ ঃ বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের কতিপয় পণ্যকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে ঐ সকল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছেঃ

ক্রম.নং	পণ্যের নাম	প্রযোজ্য হার
(১)	রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা	৫.০০%
(২)	হোগলা, খড় ও আঁখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতের তৈরী পণ্য রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫.০০%-২০.০০%
(৩)	কৃষিপণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকী	২০.০০%
(৪)	হাঁড়ের গুড়া রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫.০০%
(৫)	হালকা প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	১০.০০%
(৬)	১০০% হালাল মাংস রপ্তানি খাতে ভর্তুকী	২০.০০%
(৭)	হিয়ামিত চিংড়ি রপ্তানিতে নগদ সহায়তা	৭.৫০%
(৮)	চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	১৫.০০%
(৯)	জাহাজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকী	৫.০০%
(১০)	নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্র খাত) সম্প্রসারণ সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত)	২.০০%
(১১)	বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা (প্রচলিত নিয়মের)	৫.০০%
(১২)	আলু রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা	২০.০০%
(১৩)	পেট বোতল-ফ্লেক্স রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকী	১০.০০%
(১৪)	পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ ভর্তুকী ক) পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্য (পাট সুতা ব্যতীত) খ) পাট সুতা	 ক) ১০.০০% খ) ৭.৫০ %

কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল গঠন ঃ বিগত ৫ বছরে বস্ত্রখাতের কম্প্লায়েন্স বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি মনিটরিং-এর লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলের লভ্যাংশ দ্বারা বস্ত্রখাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ধারণা দানের জন্য বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর সহযোগিতায় ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪,২২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তৈরী পোশাক শিল্পের বাজার অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়ঃ

- বিভিন্ন শিল্পে কমপ্লায়েন্স অবস্থা (বিল্ডিং কোড্ মেনে চলা, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার, শিশু শ্রম ব্যবহার না করা ইত্যাদি) বিদ্যমান কিনা;
- বাংলাদেশের শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন (৫,৩০০/- টাকা) প্রদান করা হচ্ছে কিনা; এবং
- শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণমুখী শ্রমনীতি পালন করা হচ্ছে কিনা।

৪.২ রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ ঃ

বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, হংকং, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ আফ্রিকা, রাশিয়া, সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ, দঃ কোরিয়াসহ নতুন নতুন বাজারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি, সে সকল দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মেলায় অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত সাফল্যের বিবরণ ঃ

অর্থ বছর	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ	একক দেশীয় প্রদর্শনী আয়োজন	মেলায় প্রতিশ্রুত রপ্তানি আদেশ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)
২০০৮-০৯	২৮টি	০২টি	১৩৭.৭৯
২০০৯-১০	২৭টি	০৩টি	৩৫২.২৬
২০১০-১১	২৩টি	-	৮৩৭.৮৯
২০১১-১২	২৮টি	-	৫৯৮.২০
২০১২-১৩	২৮টি	০১টি	২০৩.২৫

ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে অংশগ্রহণ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে বিগত ৫ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থিমভিত্তিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ওয়ার্ল্ড এক্সপোজিশন-২০১০ (০১-মে-৩১ অক্টোবর, ২০১০) সাংহাই, চীন এ অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার ইউসু শহরে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো-তে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ ঃ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজার বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর বিশ্বে বাংলাদেশের অপ্রচলিত বাজারসমূহে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের নেতৃত্বে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিদেশ হতে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করা হয়। বাজার বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর আওতায় বিগত ২০১২ ও ২০১৩ সালে ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, সাউদার্ণ আফ্রিকা ও সিআইএসভুক্ত দেশসমূহে ০৪টি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল। বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সক্ষমতা তুলে ধরা, শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রাপ্তি দেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্টের জন্য দেশে পণ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন ঃ ফার্ণিচার ও হোম ফার্নিসিং খাতে বিদেশী ক্রেতার নিকট বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরে রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের জন্য ২০১২ সাল থেকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক 'বাংলাদেশ ফার্নিচার এন্ড ইনটেরিয়র ডেকর এক্সপো' আয়োজন করা হচ্ছে। এ প্রদর্শনীতে বিশ্বের ১৫টি দেশ ও বাংলাদেশের ২০,০০০ দর্শনার্থীর নিকট বাংলাদেশী ফার্ণিসার ও হোম ফার্ণিসিং সামগ্রী তুলে ধরা হয়। তাছাড়া চীন, জাপান, ভারত, ইউএসএ, ইউকে, বাহরাইন, স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, কাতার, হংকং ও মায়ানমার এর প্রতিনিধিসহ বিদেশী সোর্সিং প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিও এক্সপোটি পরিদর্শন করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে ফার্নিচার রপ্তানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর, উৎপাদকগণ কর্তৃক চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ, উত্তরোত্তর এসব খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি অন্যতম। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ফার্নিচার খাতে ২০০৮ সালের ৮.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৩১.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৩ উদ্বোধন করছেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন ঃ যে সকল উৎপাদক এখনও রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবেশ করেনি এমন উৎপাদকবৃন্দকে স্থানীয় পরিবেশে উৎপাদিত পণ্যের মান ও মূল্যের প্রতিযোগী অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং রপ্তানি বিপণন কৌশল সম্পর্কে ধারণা দানের লক্ষ্যে বিগত ৫ বছর নিয়মিতভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা পণ্যের মান ও মূল্যে প্রতিযোগী অবস্থান নিশ্চিতকরণ, পণ্যের বাজার উপযোগিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ঃ বাজার বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের প্রচেষ্টায় চীন হতে ৪৭৮৮টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার, দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৪৮০২টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ভারত হতে টোব্যাকো ও এ্যালকোহল ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া গেছে। ফলে চীন, ভারত ও দঃ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে চীন, ভারত ও দঃ কোরিয়ায় যথাক্রমে ৩১৯.৬৬, ৫১২.৫১ এবং ১৬৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির বিপরীতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে চীন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যথাক্রমে ৪৫৮.১২, ৫৬৩.৯৬ ও ২৫০.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জাপানে নীট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জাপান সরকার জিএসপি সুবিধার রুলস অব অরিজিন তিন স্তর হতে দুই স্তরে নামিয়ে এনেছে। ফলে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে জাপানে গার্মেন্টস রপ্তানির পরিমাণ ১৭৩.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৪৭৮.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান অর্থ বৎসর হতে উল্লিখিত রুলস অব অরিজিন দুই স্তর হতে এক স্তরে নামিয়ে আনা হবে।

জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) সনদ প্রদান প্রক্রিয়ার অটোমেশন ঃ উন্নত দেশসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বাংলাদেশকে জিএসপি'র আওতায় শুন্য শুল্কে সেই সব দেশে পণ্য বিপণনে সুযোগ প্রদান করছে। Manually জিএসপি সনদ প্রদান প্রক্রিয়ার কারণে ভূয়া জিএসপি সনদ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দলিল যথা-ইনভয়েজ (রপ্তানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইএক্সপি ফরম (বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), বি/এল অথবা এয়ারওয়ে বিল (শিপিং লাইন অথবা এয়ার লাইন্স কর্তৃক ইস্যুকৃত) এবং বিল অব এক্সপোর্ট (শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত) এর ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে on line real time basis -এ ই-যোগোযোগের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জিএসপি অটেমেশন সুবিধা কার্যকর করার জন্য ১০০০ জন বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশ যে সকল দেশ হতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা পেয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড (অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত), জাপান (অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও কিছু নির্দিষ্ট পণ্য ব্যতীত), তুরস্ক (অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও তৈরী পোশাক ব্যতীত), কানাডা (অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম, পোল্ট্রি, ডেইরী প্রোডাক্ট ও ডিম ব্যতীত), রাশিয়া হতে ৭১টি পণ্যের উপর এবং বেলারুশ হতে ৭১টি পণ্যের উপর GSP (Generalized System of Preference)-এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায় ;
- দক্ষিণ কোরিয়া হতে Preferential Tariff for Least-Developed Countries এর আওতায় ৪,৮০২টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়;
- চীন হতে Duty Free Treatment Granted by China এর আওতায় ৪,৭৮৮ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়;
- ভারত হতে সাফটা এর আওতায় টোবাকো ও ড্রাগস্ ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়;
- সাফটা/সাপটা চুক্তির আওতায় সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহ নির্দিষ্ট কিছু পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে;
- বিমস্টেক-এর আওতায় ২২৯ টি পণ্য রপ্তানিতে থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে;
- মালয়েশিয়া ২৯৭টি পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে; এবং
- আগামী ০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে চিলি হতে বাংলাদেশী সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে।

৪.৩ রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সহায়তা ঃ

দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০০৯-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত রপ্তানি নীতির আলোকে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য চলতে থাকায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের রপ্তানি ১৬২০৪.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৪৩০১.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অতঃপর রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এ রপ্তানি নীতি অনুযায়ী দেশের রপ্তানির গতিধারা অব্যাহত থাকার কারণে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭০২৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১.২২% বেশী। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জুলাই-মে সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ২৭৩৭৬.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫৬% বেশী।

৪.৪ বাণিজ্য তথ্য সংকলন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ঃ

রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত রপ্তানি পরিসংখ্যান একটি নির্ভরযোগ্য রপ্তানি তথ্য ভান্ডার। উক্ত পরিসংখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, রপ্তানি বাণিজ্যে গতি প্রকৃতি নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়। উল্লেখ্য, বিগত ৫ বছরে চলতি মাসে পূর্ববর্তী মাসের রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সম্ভব হয়েছে। যার কারণে রপ্তানি সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাসহ বিবিধ সংকট থাকা সত্বেও রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রযাত্রা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এতদ্ব্যতীত on line real time ভিত্তিতে ডাটা সংগ্রহ এবং বর্ধিত কলেবরে রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলনের জন্য একটি কার্যকর কাষ্টমাইজড সফটওয়্যার উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

রপ্তানি আয় পর্যালোচনা ও মনিটরিং ঃ রপ্তানি আয় পর্যালোচনাপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণ এবং সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগানোর মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য পণ্য উন্নয়ন ও বাজার বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কাযক্রম গ্রহণ করা হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র পরিচালনা ঃ রপ্তানিকারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি পর্যায়ে বাণিজ্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্য উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক "বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র" পরিচালনা করছে। বাণিজ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের লক্ষ্যে পরিচালিত বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্রটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রকাশনায় সমৃদ্ধ এবং গ্রাহকবৃন্দের চাহিদা পূরণ করছে। যার অবদান দেশের রপ্তানিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ ঃ দেশের সার্বিক রপ্তানি চিত্র বিশ্ব বাণিজ্য পরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য ডকুমেন্টারী ফিল্ম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবিধ প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। প্রচারই প্রসার-এর লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এ কার্যক্রমটি ২০০৯-২০১৩ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অনুকূল ফলাফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৫ রপ্তানি বাণিজ্যে সেবা খাতকে অন্তর্ভূক্তকরণ ঃ

দেশের বাণিজ্যের অবস্থান সুদৃঢ় ও সেবা খাত যেমন- হোটেল অর্থনীতিতে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন টেলিকমিউনিকেশন, ও পর্যটন, নার্সিং, শিক্ষা, ব্যাংকিং হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদিকে রপ্তানি কার্যক্রম, আউট সোর্সিং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বাণিজ্যে অন্তর্ভূক্ত করার করা হয়েছে।

ছবি: প্রশিক্ষার্থীদেরকে সনদ বিতরণ করছেন ইপিবি'র ভাইস-চেয়ারম্যান

৪.৬ পণ্য রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা-দূরীকরণার্থে সহায়তা বিভিন্ন দেশের শুল্কসহ বিপত্তি (অশুল্ক বাঁধাসমূহ) প্রদান ঃ

- দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, সার্কভুক্ত দেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেনটিনাসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও সাউথ আফ্রিকা হতে শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রদত্ত জিএসপি সুবিধার Rules of Origin এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক অন্যান্য স্কীম এর আওতায় প্রদত্ত সুবিধার Rules of Origin সহজীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে প্রস্তাব প্রেরণে মতামত দেয়া হয়েছে।
- রপ্তানি সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশের সাথে FTA করার মাধ্যমে ঐ সকল দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রয়োজনীয় মতামত/ইনপুট ইত্যাদি দেয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঐ সকল দেশের TPO -এর সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৪.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

- দেশের রপ্তানিকারক ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা ও জ্ঞান সময়োপযোগীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিগত ৫ বছরে জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর (এনইটিপি) আওতায় সারাদেশে ১০০টিরও অধিক বিষয়ের উপর মোট ২০০টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য জাহাজ, ফার্নিচার, কাট ও পলিশড ডায়মন্ডসহ বিষয়ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- WTO, Arbitration এবং ইংরেজীতে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪.৮ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন ঃ

- **জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান ও সিআইপি (রপ্তানি) ঘোষণা ঃ** রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সার্বিক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেছে। রপ্তানিকারকদের উৎসাহ প্রদান এবং রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য ২০১০ সালের জন্য ৮৭ জন এবং ২০১১ সালের জন্য ১১৬ জনকে সিআইপি ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদেরকে ইতোমধ্যে সিআইপি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৪৫টি এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৭টি রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিতে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে।

- **রপ্তানি হাউজ ঃ** সরকার কর্তৃক আগারগাঁও-এ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অনুকূলে ১.০০ একর জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক উক্ত জায়গায় রপ্তানি হাউজ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স ঃ** সরকার কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অনুকূলে পূর্বাচলের ৪নং সেক্টরে ১০.০০ একর জায়গা স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪। উপসংহার ঃ বিশ্বব্যাপী ২০০৮ সালের শেষার্ধে শুরু হওয়া মহা-মন্দার মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অনুকূল প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে সরকারের সফলতা প্রণিধানযোগ্য। শুধুমাত্র বিশ্ব মহামন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই নয়, রপ্তানি বাণিজ্যে বিগত ৫ বছরে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় এবং সর্বোচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের রেকর্ড স্থাপন করেছে। বাণিজ্যিক কূটনীতিতেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ হতে বিভিন্ন পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ করেছে এবং সুবিধাকে সফলভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগী অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। যার কারণে বিশ্ব মন্দা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিল্প দূর্ঘটনাজনিত ইমেজ সংকট এবং বিশ্ব বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এ সফলতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জাতীয় রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২। বাংলাদেশ চা বোর্ড ঃ

ভূমিকা

চা বোর্ডের গঠনঃ পাকিস্তান টি অর্ডিন্যান্স ১৯৫০ ও ১৯৫৯ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান চা বোর্ড স্বাধীনতাত্তোর কালে বাংলাদেশ চা বোর্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বোর্ড বর্তমানে চা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। চা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এর আওতায় এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের সংশোধিত অধ্যাদেশ বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, চা উৎপাদনকারী সমিতি, চা ব্যবসায়ী সমিতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ ১১ সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত হয়েছে। বোর্ডের একজন চেয়ারম্যানসহ অন্যান্যরা হচ্ছেন বোর্ডের স্থায়ী সদস্য ২ জন যথা সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ও সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য), সরকারের প্রতিনিধি ৩ জন যথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (রপ্তানি), চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশীয় চা সংসদ (বিসিএস), টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টিটিএবি) ও ব্রোকার্স প্রতিনিধি ৩ জন এবং চা চাষীদের প্রতিনিধিত্বকারী ২ জন সদস্য।

২। **সাংগঠনিক কাঠামোঃ** ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর মোট জনবল ছিল ২৯৩ জন। উক্ত জনবলের মধ্যে চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে ১২৪ জন এবং বিটিআরআই-তে ছিল ১৬৯ জন। তবে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ সরকার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনুদানে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প' এর অঙ্গ প্রকল্প সমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশ চা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্প' এর ১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিটিআরআই এর জনবলের সঙ্গে একীভূত হয় এবং 'প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট উপ-প্রকল্প' এর ৫১ (একান্ন) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়ে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) নামে চা বোর্ডের ভিন্ন একটি ইউনিট স্থাপিত হয়। ফলে সর্বমোট ৬৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে চা বোর্ডের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে বর্তমানে চা বোর্ডের এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫৭ জন।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের জনবলের তথ্যাবলী

প্রধান কার্যালয়				বিটিআরআই			পিডিইউ			সর্বমোট		
শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১ম	২০	১৫	০৫	৪০	২৩	১৭	১১	১০	০১	৭১	৪৮	২৩
২য়	০৩	০১	০২	১৩	১০	০৩	০৫	০৫	০০	২১	১৬	০৫
৩য়	৫৭	৪০	১৭	৭৪	৫২	২২	৩০	১৮	১২	১৬১	১১০	৫১
৪র্থ	৪৪	৩৯	০৫	৫৫	৪৮	০৭	০৫	০৩	০২	১০৪	৯০	১৪
মোট	১২৪	৯৫	২৯	১৮২	১৩৩	৪৯	৫১	৩৬	১৫	৩৫৭	২৬৪	৯৩

সারণি-১

২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চাকুরী দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং ইহার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির আরো মোট ৯৩ টি শূন্য পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় শূন্য পদসমূহ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলী

বাংলাদেশ সরকার তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ দেশের চা শিল্পকে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়িত্ব চা বোর্ড পালন করে থাকে। চা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ অনুযায়ী চা বোর্ডের মূল কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক) চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও বৃদ্ধি করা।

খ) চায়ের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

গ) বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমান নির্ধারণ করা এবং চা আস্বাদনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) চায়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

চ) চা আবাদ ও চা শিল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সহায়তা করা।

ছ) চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

জ) চা এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রদর্শণী খামার ও উৎপাদন কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা প্রদান করা ও পরিচালিত করা।

ঝ) চা বাগান নিবন্ধীকরণ করা এবং চা বাগান মালিক, চা প্রস্তুতকারক, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং চায়ের নিলাম ডাককারী, আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, চা মিশ্রণ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করা।

ঞ) সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ অথবা যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ বা পরিচালনা করা।

ট) নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা ঃ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্যক্ত চা বাগান গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যমান চা বাগানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ঠ) চা বাগানগুলির চা চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ড) চা বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

ঢ) বাংলাদেশের চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

মনোরম পরিবেশে এক জন চা শ্রমিক আপন মনে চা পাতা চয়ন করছে।

৪। ২০০৯ হতে ২০১৩ সালে সম্পাদিত কাজের বিবরণ ও অর্জিত সাফল্য।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অর্জিত সাফল্য
		২০০৯ হতে ২০১৩
	চা উৎপাদন	বাংলাদেশে চা উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৬৬.২৬ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়। বিগত ২০০৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চা উৎপাদনের তথ্যাদি নিম্নোক্ত লেখচিত্রে প্রদর্শন করা হল:

		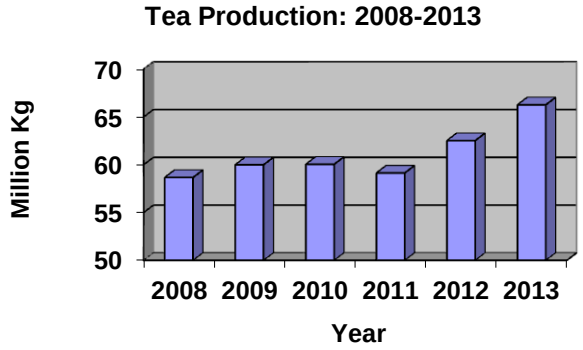
০১	ডেভেলপমেন্ট অব স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন নদার্ন বাংলাদেশ প্রকল্প(বাস্তবায়ন কাল ২০০২-২০১৪)	স্মল গ্রোয়ার্স/হোল্ডারস্ এবং চা বাগান সৃজনের মাধ্যমে চা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উত্তর বাংলাদেশে ৬০০ হেক্টর এলাকায় চা চাষের লক্ষ্যে ৮৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ২০০২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে 'ডেভেলপমেন্ট অব স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন নর্দার্ন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১টি চা বাগান, ৫ জন স্মল হোল্ডারস্ এবং ৫৯ জন স্মল গ্রোয়ার্স দ্বারা এ পর্যন্ত ৮৪ হেক্টর এলাকায় চা চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে জমির মালিকানাগত সমস্যার কারণে ঋণদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব যেমন চা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, কারিগরী সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, নিয়মিত চা চাষ পরিবীক্ষণ, প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের বাইরে আরো ৯৯৪.৪১ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় এসেছে। উত্তর বাংলাদেশের স্মল গ্রোয়ার্স/হোল্ডারদের সংঘটিত করার জন্য ইতোমধ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। উত্তর বাংলাদেশে ২০১৩ সালে ১৪,২৩,০০০ কেজি মেইড টি উৎপাদিত হয়েছে যা পূর্বের বছরের তুলনায় ২৩.৭৪% বেশী।
০২	স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস প্রকল্প (বাস্তবায়নকাল ২০০৩-২০১৫)	বৃহদায়তন চা বাগানের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সৃজনের মাধ্যমে দেশের চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় ৫০ হেক্টর, খাগড়াছড়ি জেলায় ২৫ হেক্টর এবং বান্দরবান জেলায় ২২৫ হেক্টরসহ তিন পাবর্ত্য জেলায় ৩০০ হেক্টর এলাকায় চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০২৯.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আগস্ট ২০০৩ হতে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য 'স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস' শীর্ষক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫২ জন স্মল গ্রোয়ার্স/হোল্ডার এ পর্যন্ত বান্দরবানে ১১০ হেক্টর, মানিকছড়িতে ৩.২০ হেক্টর এবং রাঙ্গামাটিতে ১.৮২ হেক্টর অর্থাৎ মোট ১১৫.০২ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনয়ন করেছে। সমস্যা/বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় চা চাষ বিঘ্নিত হচ্ছে। বান্দরবান জেলার স্মল গ্রোয়ার্সদের সংঘটিত করার জন্য ইতোমধ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় ২০১০ সালে চা পাতা চয়ন শুরু হয়েছে। ২০১৩ সালে ২৫,০০০ কেজি সবুজ চা পাতা চয়ন করা হয়েছে, তা থেকে ৫,৬১৮ কেজি মেইড টি তৈরী হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৪২.২৩% বেশী। বান্দরবানে উৎপাদিত ক্লোন চা এখন চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক নিলামে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হচ্ছে যা ক্রেতা জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অর্জিত সাফল্য
		২০০৯ হতে ২০১৩
০৩	বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প	দেশের পঞ্চগড় ও পার্বত্য বান্দরবান জেলায় সিএফসি অর্থায়নে ১টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০ লক্ষ চা চারা উত্তোলন পূর্বক ক্ষুদ্র চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ এবং ১০টি সবুজ চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্র ও ১০টি সমবায় কেন্দ্র স্থাপন, ২টি পিকআপ, ৩টি লাইট ট্রাক, ৩টি মটর সাইকেল ক্রয়, প্রভৃতি কাজ অন্তর্ভূক্ত করে সিএফসি (Common Fund for Commodities) অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৯৯৪,৬৩০ মার্কিন ডলার। এ অর্থের মধ্যে সিএফসি ১,৮৪৩,০৩০ মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে অর্থায়ন করবে যার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড পাবে ৬,০৮,৬২৩ মার্কিন ডলার। প্রকল্পের কাউন্টারপার্ট তহবিল হচ্ছে ১,৫১,৬০০ মার্কিন ডলার যার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার অংশ ৯৫,৭০০ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের অংশ ৫৫,৯০০ মার্কিন ডলার। প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড । প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভে সম্পাদন হয়েছে। তাছাড়া ২টি পিক আপ, ৩টি লাইট ট্রাক, ৩টি মটর সাইকেল, ১সেট ট্রেনিং যন্ত্রপাতি, ১সেট অফিস সরঞ্জাম, ১সেট অফিস আসবাবপত্র এবং ৬ জনবল সংগ্রহ করা হয়েছে।
০৪	চা উন্নয়ন স্কীম অনুমোদন	৪১০.২১ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ৩৬টি চা বাগানের উন্নয়ন স্কীম অনুমোদিত হয়েছে।
০৫	চা চাষ সম্প্রসারণ	প্রায় ২,৭০০ হেক্টর উর্বর জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের চা চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
০৬	চা বাগানসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	বান্দরবান জেলায় অবস্থিত চা উন্নয়ন প্রকল্প অফিসের জন্য ৪.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪১৬ ফুট দীর্ঘ একটি সংযোগ সড়ক, চট্টগ্রাম জেলার আগুনিয়া চা বাগানে ৩.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বক্স কালভার্ট ও চট্টগ্রাম জেলার উদালিয়া চা বাগানে ৪.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। মা-জান চা বাগানে প্রায় ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
০৭	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকল্প প্রস্তাব	৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তির জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১০টি প্রকল্পের ডিপিপি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে চা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ১টি প্রকল্প অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। তাছাড়া ৪০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত ১টি প্রকল্প অর্থায়নের জন্য তুরস্ক সরকারের নিকট লিখা হয়েছে।
০৮	টি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা	চা শিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক পর্যটন শহর শ্রীমঙ্গলে পরিচালিত টি রিসোর্ট আঙ্গিনায় ২০০৯ সনে দেশের প্রথম একমাত্র টি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ মিউজিয়াম প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে ব্রিটিশ আমলে চা বাগানগুলোতে ব্যবহৃত ৪০টি পুরানো আসবাবপত্র বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। এ মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার পূর্ব সময়ে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল এবং ব্রিটিশ আমলের চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ব্যবহৃত পৃথক কয়েন (মুদ্রা), কম্পাস, পাম্প, টিউবওয়েল, খাট, টেবিল, আয়রণ, ব্যবস্থাপকের ব্যবহৃত ষ্টিক, চা গাছের মোড়া ও টেবিল, পাথর হয়ে যাওয়া গাছের খন্ড, প্রুনিং দা, প্ল্যান্টিং হো, দিক নির্ণয় যন্ত্র, ফসিল, লোহার পাপস, ঘড়ি, ব্রিটিশ আমলের ফ্যান, গহনা, কাটা কোদাল, টাইপ রাইটার, কয়েন, পাথরের পেপ্টট, লোহার ফ্রেম টেবিল, প্রুনং নাইফ, ইলেকট্রিক ফ্যান, ফর্ক, সার্ভে চেইন, রেডিও, সিরামিক, ঝাড়, ব্রিটিশ আমলে লন্ডন থেকে আনা ওয়াটার ফিলটার, রিং কোদাল, তীর ধনুক, কেরোসিন চালিত ফ্রিজ, পুরাতন গাড়ির চেচিস, ইত্যাদি।
০৯	উচ্চ ফলনশীল চায়ের জাত উদ্ভাবন	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ পর্যন্ত বিটি১ থেকে বিটি১৮ নামে ১৮টি উচ্চ ফলনশীল ক্লোন অবমুক্ত করেছে। তাছাড়া বিটিআরআই কর্তৃক উচ্চ ফলনশীল বাই ক্লোনাল বীজ ৪টি এবং পলি ক্লোনাল বীজ ১টি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ৫৫টি গবেষণা কার্য চালু রয়েছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অর্জিত সাফল্য
		২০০৯ হতে ২০১৩
১০।	শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচী	চা একটি শ্রমঘন কৃষি ভিত্তিক শিল্প। চা বাগান মালিকপক্ষ বিনা মূল্যে চা শ্রমিকদের বাসস্থান দিয়ে থাকে।

৫। **ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বিবেচনায় রেখে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো এবং রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য চায়ের বর্তমান উৎপাদন ৬০ মিলিয়ন কেজি থেকে ১০০ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত করার জন্য ৯৬,৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে ৮৩,৪৭৯.৯৭ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ এবং ১৩,২৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা অনুদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। সরকারের নীতি এবং ভিশন, ২০২১ কে সামনে রেখে পরিকল্পনাটি তিন পর্যায়ে (৫বছর + ৫বছর + ২বছর) বাস্তবায়িত হবে। পরিকল্পনায় নিম্নরূপ দশটি প্রকল্প প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত আছে:

বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন-২০২১

(পরিমাণ: লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় (১ম ৫বছর)	ব্যয় (২য় ৫বছর)	ব্যয় (শেষ ২বছর)	মোট ব্যয়
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)
১।	চা বাগানের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	২২২৬২.০০	২৩৮০৯.০৩	৯২৭৮.০৪	৫৫৩৪৯.০৭ (ঋণ)
২।	অনুন্নত চা বাগানের উন্নয়ন	২২২০.০০	২১৫৪.৫০	৮৬৯.৯০	৫২৪৪.৪০ (ঋণ)
৩।	ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণ	৫১৪০.০০	৬৬৪০.০০	১৮২০.০০	১৩৬০০.০০(ঋণ)
৪।	চা বাগানের কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ	২৫৭৯.৫৫	৪৮৪১.৫০	৩৬৫.৫০	৭৭৮৬.৫৫ (ঋণ)
৫।	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট জোরদারকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি	৭৪.০০	৮৮.৮০	৩৫.৫২	১৯৮.৩২(অনুদান)
৬।	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট জোরদারকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি	১৭৫.৯৫	৯৯.৪৫	২৩.৩৭	২৯৮.৭৭(অনুদান)
৭।	অবকাঠামো উন্নয়ন	৮৩৫.০০	৮৩৫.০০	৩৪৭.০০	২০১৭.০০(অনুদান)
৮।	চা বাগানে সেচ সুবিধা বর্ধিত করণ	৬৩৭.০০	৬৩৭.০০	২২৫.৯৫	১৪৯৯.৯৫ (ঋণ)
৯।	চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ	৪১৬১.০০	৪০৬১.০০	২০১৯.৮৩	১০২৪১.৮৩(অনুদান)
১০।	চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	২২৫.৯৬	১৫৫.৫৪	১১৮.৩১	৪৯৯.৮১ (অনুদান)
মোট ব্যয়		৩৮৩১০.৪৬	৪৩৩২১.৮২	১৫১০৩.৪২	৯৬৭৩৫.৭০

সারণি-২

বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর/সংস্থাগুলোর সহায়তায় প্রস্তাবিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন 'বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা: রূপকল্প ২০২১' গ্রহণের ব্যাপারে নীতিগত সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

৩। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ঃ

ভূমিকা ঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবিন্যস্ত বন্দর ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরী ভিত্তিতে যোগান দেয়া এবং ন্যায্য মূল্যে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ১লা জানুয়ারি ১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সনে জনবল ১৩৩৬ জন থেকে ৭১৪ জনে এবং ২০০২ সনে ২২৫ জনে অবনমন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে জনবল ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

২। উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীঃ

দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সেবা পৌছে দেয়াই টিসিবি'র ব্রত। এ লক্ষ্যে প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী টিসিবি বাফার স্টক গড়ে তোলে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করে ও সে লক্ষ্যে ডিলার/এজেন্ট ইত্যাদি নিয়োগ করে এবং এ সকল কার্যক্রমের সংঙ্গে সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল আনুষাঙ্গিক কাজ কর্ম সম্পাদন করে।

৩। পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে পণ্য আমদানি ও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয় । নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক খোলা দরপত্র ও কোটেশন, পণ্যের উৎপাদন মৌসুম অনুসারে আহবান করা হয়, যাতে পণ্যসামগ্রী তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়। আমদানির মাধ্যমে পণ্যাদি সংগ্রহ সম্ভব না হলে স্থানীয়ভাবে খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও জরুরী ভিত্তিতে ভোক্তা সাধারণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪। সংগ্রহকৃত পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতি ঃ

সংগ্রহকৃত পণ্য ০৩ (তিন) প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করা হয়- (ক) ডিলারদেরকে মাসিক/দ্বিমাসিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে (খ) প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা ট্রাকের মাধ্যমে (গ) নিজস্ব খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে। পবিত্র রমজানে অতিরিক্ত ১টি এবং দুর্গাপূজা ও ঈদুল আযহা কে সামনে রেখে অতিরিক্ত ১টি বৎসরে মোট ১৪টি কিস্তিতে ডিলারদের মধ্যে পণ্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়া, জরুরী প্রয়োজনে খোলা ট্রাক সেলের মাধ্যমে এবং নিজস্ব ১০টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিতরণ করা হয়। পণ্য বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ডিলারদেরকে এসএমএস এবং চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। বিতরণ এবং পণ্য উত্তোলনকৃত ডিলার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেলা প্রশাসকগণকে তদারকির জন্য নিয়মিত পত্র মারফত অবহিত করা হয়।

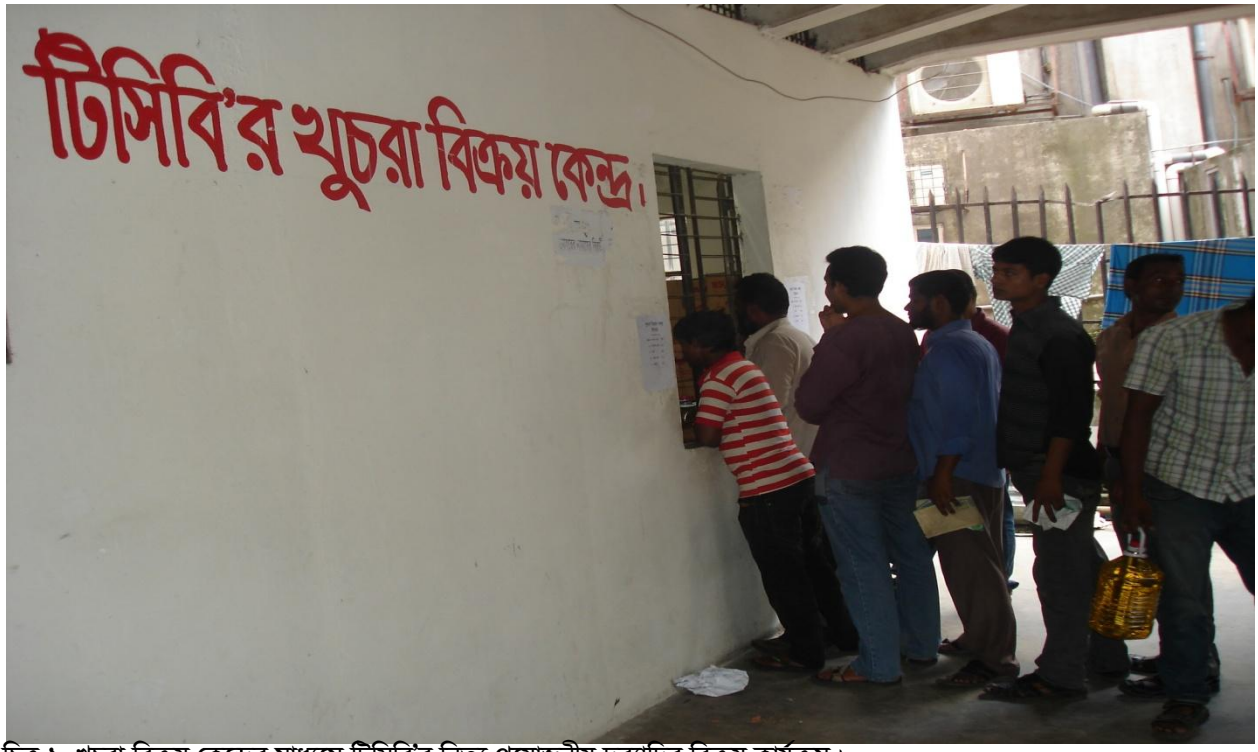

চিত্র-১: খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিক্রয় কার্যক্রম।

চিত্র-২: টিসিবি'র নিয়োগকৃত ডিলারদের মধ্যে বরাদ্দের মাধ্যমে

৫। বাজার তথ্য সেলের কার্যক্রম ঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবি'র উপর অর্পণ করা হয়। উক্ত নির্দেশের আলোকে টিসিবি তার দায়িত্ব পালন করে। এ সেল প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় বাজার দর এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করে। এছাড়াও টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রতিদিন খুচরা বাজার দর আপলোড করা হয়ে থাকে। যা বিভিন্ন সংস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকে।

৬। টিসিবি'র বিগত পাঁচ বছরের (২০০৯-২০১৩) অর্জনঃ

ডিলার নিয়োগঃ

টিসিবি'র ডিলার নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত ৫ বছরে টিসিবি'র ডিলার সংখ্যা ১৪০ জন হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে। টিসিবি'র ওয়েব সাইটে ঠিকানা সহ ডিলারের তালিকা রয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

মজুদ ক্ষমতা ঃ

টিসিবি'র কার্যক্রম সারা বৎসর ব্যাপী নির্বিঘ্নভাবে চালানোর জন্য ন্যূনতম এক লক্ষ মেঃ টন ধারণক্ষমতার গুদাম প্রয়োজন। বর্তমানে গুদামের ধারণক্ষমতা ১১,০৭০ মেঃ টন হতে বৃদ্ধি করে ৪৩,৬৪৫ মেঃ টনে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও গুদামে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে ৪০,০০০ বর্গফুটের গুদাম নির্মাণ চলছে। এখানে আরো একটি ১০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে নিজস্ব গুদাম ও আঃ কার্যালয় ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে রংপুর ও সিলেটে সরকারিভাবে জমি ক্রয় করা হয়েছে। এখানে গুদাম ও অফিস ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

কার্যালয় বৃদ্ধিঃ

গত ০৫ বৎসরে টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহর বরিশাল, রংপুর, সিলেটের মৌলভীবাজার এ তিনটি নতুন কার্যালয় ও ময়মনসিংহ শহরে একটি নতুন ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

আমদানি/ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

পণ্য আমদানি ও ক্রয়ের সুবিধার্থে সরকার কর্তৃক প্রতি বৎসর এলটিআর প্রদান করা হয়েছে।

আয় বৃদ্ধিঃ

টিসিবি একটি স্বউপার্জিত সংস্থা বিধায় নিজস্ব আয় হতে বেতন ভাতাদি সহ যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। তাই, আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিসিবি'র কাওরান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয় ভবনের ৯ম ও ১০ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয় ভবনের ২য় তলায় ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়ামের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পণ্য আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয় বৃদ্ধিঃ.

পণ্য আমদানি/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ব্যয় ২০০৯-১০ সনে ৪০.৬৬ কোটি টাকা ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০৫.৫৫ কোটি টাকা। টিসিবি সাধারনত ভোগ্যপণ্য হিসেবে চিনি, মশুর ডাল, ভোজ্য তেল আমদানি করে থাকে। এছাড়াও পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে ছোলা এবং খেজুর আমদানি করে। তবে, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পবিত্র রমজানের পর পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় টিসিবি পেঁয়াজ ক্রয় করে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রি করে।

ট্রাক সেলঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরগুলোতে ১৭৪ টি ভ্রাম্যমান খোলা ট্রাকের মাধ্যমে টিসিবি'র পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে।

চিত্র-৩: ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে টিসিবি'র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় কার্যক্রম।

ডিজিটালাইজেশন ঃ

সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিসিবি ভবনস্থ বিভিন্ন সরকারি অফিসে ০৪ (চার) টি ইন্টারনেট সার্ভার স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি টিসিবিতে স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সার্ভার স্টেশনের মাধ্যমে দ্রুতগ্রতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে। যার ফলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য অফিসে দাপ্তরিক যোগাযোগ দ্রুততর ও সহজ হবে।

জনবল বৃদ্ধিঃ গত ০৫ বছরে টিসিবি'র ২২৫ জনবল কাঠামোকে ২৭৫ জনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ঃ

টিসিবি আইন পিও/৬৮ঃ টিসিবি আইন যুগোপযোগীকরণের জন্য সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যা বর্তমানে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ভর্তুকি প্রাপ্ত ঃ

জনগণের মাঝে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে টিসিবি ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। সরকার বছর শেষে ভর্তুকির টাকা টিসিবিকে প্রদান করে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৬৯.০৮ কোটি টাকা, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৭৭.৫৮ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫৮.৬৮ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক টিসিবি'কে ভর্তুকি দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিঃ

বাণিজ্য বৃদ্ধি,তথ্য আদান প্রদান এবং পণ্য ও সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে Trading Corporation of Bangladesh (TCB) এবং Saskatchewan Trade and Export partnership (STEP),কানাডা এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে । এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থা এসটিসি এবং ইউক্রেনের কৃষি নীতি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্পেক এগ্রো এর সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলছে যাতে "জি-টু-জি" এর ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যায়।

৭। উপসংহার ঃ

২০০৮ সাল পরবর্তী সময় থেকে টিসিবিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে জনবল বৃদ্ধিসহ টিসিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনসহ নতুন গুদাম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বাজার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে বর্তমান আমদানিকৃত পণ্যের পাশাপাশি আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করে সাশ্রয়ী মূল্যে জনগনের মাঝে পৌছে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টিসিবি'র আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিসিবি ভবনের ১১ ও ১২ তলা নির্মাণ ও তেজগাঁয়ে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় ২০ তলা বিশিষ্ট একটি গুদাম কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং সরকারের আর্থিক সহায়তায় রংপুর, সিলেট, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে চারটি গুদাম (প্রতিটি ৪০০০-৫০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার) নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও টিসিবি'র ময়মনসিংহ ক্যাম্প অফিসকে আঞ্চলিক কার্যালয়ে রূপান্তর এবং বগুড়া, কুমিল্লা ও ফরিদপুরে তিনটি নতুন আঞ্চলিক কার্যালয় খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র কার্যক্রম যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে টিসিবি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূলে পণ্যসেবা জনগনের মাঝে পৌছে দিতে সক্ষম হবে।

৪। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ঃ

ভূমিকা

Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮-০৭-১৯৭৩ তারিখের রেজুল্যুশন নং-ADMN-IE-20/73/636 বলে সরকারি দপ্তর হিসেবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, মান-উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৯২ সনের ৪৩নং আইনের মাধ্যমে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গঠন করা হয়।

২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ, শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন, ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। কার্য সম্পাদনে কমিশন বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করে। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে।

২.১ কমিশনের কাজে কাঙ্খিত গতিশীলতা আনয়ন ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনকে বাণিজ্য নীতি বিভাগ (Trade Policy Division), বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ (Trade Remedy Division) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ(International Cooperation Division)-এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করা হয়। বাণিজ্য নীতি বিভাগ শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ (Industrial Assistance Analysis), শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা (Sectoral Study and Survey) ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (Trade Policy Modeling & Data Management) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ থাকে। বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এন্টি-ডাম্পিং (Anti-dumping), কাউন্টারভেইলিং (Countervailing), সেইফগার্ড মেজার্স (Safeguard Measures), স্যানিটারী এন্ড ফাইটোস্যানিটারী মেজার্স (SPS) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস্ টু ট্রেড (TBT) সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি(SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, APTA, D-8, TPS-OIC, GSTP) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(GATT & Other issues; TRIPS, TRIMs, Dispute Settlement, Regional Integration, Trade Policy Review Mechanism (TPRM), GATS ইত্যাদি)ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি(UNCTAD, UNDP, ITC, G-77) বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন।

২.২ বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের এ ধারাকে বেগবান করণার্থে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন; উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ;

দেশের আমদানি নির্ভশীলতা প্রশমনের উদ্দেশ্যে আমদানির বিকল্প উৎপাদন (import substitutes); বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ; রপ্তানি বৃদ্ধি,বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরী, জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নানাবিধ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, কৌশলপত্র, অবস্থানপত্র, অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreements (PTA) ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (Free Trade Area Agreememts (FTA)-এর সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে।

২.৩ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন ঃ ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রির্সোস কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করছে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ'-এর কাজ পরিচালনা করছে।

২.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA), South Asian Free Trade Area (SAFTA), BIMSTEC FTA, APTA এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি কমিশন WTO, আঞ্চলিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৩.১ ভারত, নেপাল ও ভূটানকে প্রস্তাবিত ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বিষয়ে গঠিত কোর কমিটির মূল প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা।

৩.২ বিশ্বের ১৬১ টি দেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত World Trade Directory প্রস্তুতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৩.৩ ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিদ্যমান ঋণ সংকটের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানিতে বাণিজ্যে সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন

৩.৪ আপটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের অফার লিষ্ট হ্রাসকরণ

৩.৫ Sectoral Agreement of the Rules of Origin under APTA and *De Minimis* Rule সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

৩.৬ SAFTA Trade Liberalisation Programme (TLP) Phase III-এর আওতায় বাংলাদেশের রিকোয়েষ্ট লিষ্ট প্রণয়ন

৩.৭ BIMSTEC-এর আওতায় থাইল্যান্ডের নিকট বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা হালনাগাদকরণসহ শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ

৩.৮ Study on the relevance of establishing a mechanism to settle Intra OIC Trade and Interment Disputes-এর উপর মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন

৩.৯ Rules of Origin of D-8 PTA এর উপর মতামত প্রণয়ন

৩.১০ IOR-ARC-এর অধীনে ২০টি দেশ নিয়ে গঠিত Preferential Trade Agreement সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্জনের বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.১১ উজবেকিস্তান হতে তুলা আমদানির মূল্য বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে পরিশোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত প্রস্তাব সম্বন্ধে উজবেকিস্তান সরকারের জবাব/মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মতামত প্রণয়ন

৩.১২ বেলারুশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুসৃত বাণিজ্য ব্যবস্থা (Trade Regime) সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান

৩.১৩ বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.১৪ বাংলাদেশ হতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও এর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণে করণীয় সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.১৫ দক্ষিণ আমেরিকায় Fact Finding Mission সম্পর্কিত তথ্য এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা যাচাই এর লক্ষ্যে ব্রাজিল, চিলি এবং কলম্বিয়ার আমদানি-রপ্তানিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান

৩.১৬ বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সম্ভাবনা পর্যালোচনাপূর্বক একটি ব্রীফ তৈরী ও সুইডেনে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন

৩.১৭ বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ২য় যৌথ কমিশনের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরের জন্য ইনপুটস্ প্রদান ও অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

৩.১৮ বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১০ম সভার আলোকে সৌদি আরবে বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক এবং অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.১৯ রাশিয়া ফেডারেশন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিতব্য পণ্য বিনিময় চুক্তি (Barter Protocol) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে রাশিয়া হতে বাংলাদেশে আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকার উপর মতামত প্রণয়ন ও রাশিয়া ফেডারেশনের নিকট জিএসপি/শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়ার জন্য বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়ন

৩.২০ বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (Free Trade Area Agreement) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.২১ Draft Agreement for the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh and India-এর উপর মতামত প্রণয়ন

৩.২২ বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) অন ট্রেডের ৭ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আসন্ন ৮ম সভায় আলোচনা যোগ্য বিষয়ে ইনপুটস্ প্রদান

৩.২৩ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.২৪ জর্ডানের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন

৩.২৫ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত টেমপ্লেট-এর উপর মালয়েশিয়া সরকারের চাহিত ক্লারিফিকেশন সংক্রান্ত মতামত

৩.২৬ Bangladesh-USA Partnership Dialogue-Second Session বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্য সূচিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের পক্ষে যুক্তিসহ একটি ব্রিফ তৈরি

৩.২৭ দক্ষিণ কোরিয়াতে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ইনপুটস্ প্রদান

৩.২৮ থাইল্যান্ডের নিকট শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

৩.২৯ রাশিয়া, কাজাখস্তান ও বেলারুশের মধ্যে সম্পাদিত কাস্টমস ইউনিয়নের নিকট জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সুপারিশ ও বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পন্যের তালিকা প্রণয়ন

৩.৩০ বাংলাদেশ ও আলবেনিয়া, বাংলাদেশ ও জর্দানের মধ্যে খসড়া বাণিজ্য চুক্তি, বাংলাদেশ ও ইউক্রেন সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত খসড়া Agreement on Operational Modalities for the Carriage of Transit Cargo between Nepal and Bangladesh ইত্যাদি খসড়া চুক্তির উপর ধারা ওয়ারি মতামত প্রণয়ন।

৩.৩১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১২ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইনপুটস প্রদান

৩.৩২ WTO-এর বিভিন্ন চুক্তির আওতায় সাবসিডি সম্পর্কিত বাংলাদেশের রুলস্, এন্টি-ডাম্পিং অ্যাকশন, কাউন্টার-ভেইলিং অ্যাকশন, ট্যারিফস, আমদানি ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিফিকেশন তৈরি

৩.৩৩ ডব্লিউটিও'র ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ (আইডিবি)-এ বাংলাদেশের বিগত ০৩ বছরের আমদানি ও ট্যারিফস সংক্রান্ত তথ্য প্রদান

৩.৩৪ বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত UNCTAD কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের উপর উপাত্ত/তথ্যাদি ও মতামত প্রদান

৩.৩৫ SAFTA চুক্তির আওতায় সেবাখাতের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

৩.৩৬ SAARC Trade in Services (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাতের অফার তালিকা প্রণয়ন

৩.৩৭ TPS-OIC ভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS) -এর আওতায় বাংলাদেশের অফার লিস্ট চূড়ান্তকরণ

৩.৩৮ Transport Cooperation Framework- Izmir Document 2011-এর উপর মতামত প্রদান

৩.৩৯ ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেসব প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধার সম্মুখীন হয় সেসব সংকলন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.৪০ বাংলাদেশ ও ভারতে বিদ্যমান পুরনো বাণিজ্য চুক্তি বহাল রাখা সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন ও নতুন দ্বি-পাক্ষিক এবং উপ-আঞ্চলিক চুক্তির খসড়া তৈরি

৩.৪১ ভারত হতে বাংলাদেশে তুলা আমদানির লক্ষ্যে চুক্তির খসড়া প্রণয়ন

৩.৪২ বেনাপোলে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে সরকারের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে আগামী ২০-২৫ বছরে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রসহ বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রক্ষেপন সংক্রান্ত ব্রীফ তৈরি

৩.৪৩ ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে শুল্ক অপসারণের জন্য প্রণীত অগ্রাধিকার তালিকা পুনর্বিন্যাস/সংশোধন

৩.৪৪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩.৪৫ ভুটানের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন

৩.৪৬ বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তির ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণ

৩.৪৭ ভিয়েতনামের নিকট হতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য তালিকা প্রণয়ন

৩.৪৮ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত Preferential Trade Agreement (PTA) কার্যকর করার লক্ষ্যে ০৮ (ডিজিট) এইচ এস কোড অনুযায়ী বাংলাদেশী পণ্যের ইন্ডিকেটিভ তালিকা তৈরি

৩.৪৯ বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির খসড়া, বাংলাদেশ ও জর্ডানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির খসড়া, ইন্দোনেশিয়ার National Agency for Export Development (NAFED) এবং বাংলাদেশের Export Promotion Bureau (EPB)-এর মধ্যে Memoramdum of Understanding (MOU)-এর উপর প্রণীত খসড়া, বাংলাদেশের Bangladesh Standerd Testing Institution(BSTI) ও ভারতের Bureau of Indian Standerd (BIS) ইত্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন।

৩.৫০ ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) জিএসপি রুলস অব অরিজিন-এর রিজিওনাল কিউমুলেশন-এর অধীনে ভারতকে নোটিফাই করার বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

৩.৫১ ISO 26000: Guidance on Social Responsibility বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

৩.৫২ অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিয়মিতভাবে পরীক্ষাকরণ

৩.৫৩ ২১-২৬ এপ্রিল ২০১২ কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত UNCTAD-এর ১৩তম সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া President's Text-এর উপর মতামত প্রণয়ন

৩.৫৪ UNESCAP-এর উদ্যোগে Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2012 প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত ইনপুটস প্রদান

৩.৫৫ গত ১৭-২০ মে ২০১২ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ESCAP-এর সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রণীত Papaerless Trading সংক্রান্ত Draft Resolution-এর উপর মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও ESCAP এর যৌথ উদ্যোগে "Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

৩.৫৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সম্পাদিত বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক চুক্তি যথা এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার।

৩.৫৭ এন্টি-ডাম্পিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও কাউন্টারভেইলিং মেজার্স সম্পর্কিত বুকলেট, নির্দেশিকা এবং ব্রোশিওর (brochure) প্রকাশ এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন;

৩.৫৮ আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫-এ স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এস পি এস) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) সংক্রান্ত যে সকল মেজার্স আরোপ করা হয়েছে তা চিহ্নিতকরণ;

৩.৫৯ "আইটি বেইজড ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ অন ট্রেড" বিষয়ক প্রকল্প

৩.৬০ কর্তৃক তুরস্কে রপ্তানিকৃত তৈরি পোষাকের উপর সেইফগার্ড ডিউটি আরোপ প্রসঙ্গে মতামত প্রদান

৩.৬১ বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত Colgate Toothpaste এর উপর এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা

৩.৬২ "Study on Trade Facilitation in Bangladesh: Constraints and Way Forward" সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও এমসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "Study on Trade Facilitation in Bangladesh: Constraints and Way Forward" সংক্রান্ত আলোচনা

৩.৬৫ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মনিটরিং সেল

সরকার এস, আর, ও নং ৬৩-আইন/২০১১ এর মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ জারি হয়েছে। উক্ত আদেশের ২০(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন নামে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। এ সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।

৩.৬৩ জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩-তে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা ।

৪. উপসংহার ঃ

সম্প্রতি দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজড্ ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ব্যাপ্তি ঘটেছে। দেশীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষাকল্পে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সম্প্রতি সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে, যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর আলোকে কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্যারিফ রেশনালাইজেশনসহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেনা। সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শুল্ক সমতাকরণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে থাকা দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রাহক, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরো ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি সম্ভাবনাময় গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ-এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য-প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৫। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঃ

ভূমিকা ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি নবসৃষ্ট সরকারি সংস্থা। আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে,জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন ও শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া নিয়মিত বাজার তদারকি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে **ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯** প্রণয়ন করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ একটি সুসংহত ও বিস্তারিত আইন। তবে ইহা মূল আইন নয়। এ আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানকে ক্ষুন্ন না করে অতিরিক্ত আইন হিসেবে কার্যকর হবে।

২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ধারা ১৮ তে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, **"জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর"** নামে একটি অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে একজন **মহাপরিচালক** নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় ২৮ জুন ২০০৯ তারিখে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি গেজেট প্রকাশিত হয় এবং ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। আইনের ৫ ধারা বলে সরকার মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠণ করেন। পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৯-১২-২০০৯ ইং তারিখে। মূলত: পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি ভবনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। জুলাই ২০১০ মাসে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। সাথে সাথে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ২৩৩ জনবল বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা (TO&E) প্রণয়ন করা হয়। অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে ১ম শ্রেণির ১০১ জনসহ ২৩৩ জনবল এবং প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে।

২.১ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলা কার্যালয় শীঘ্রই স্থাপন করা হবে।

২.২ অধিদপ্তরে জনবল

সরকার ০৩-১১-২০০৯ তারিখে একজন অতিরিক্ত সচিবকে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ করেন। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে বর্তমানে ১৪ জন কর্মকর্তা প্রেষণে এবং ২ জন সংযুক্তিতে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে ২০ জন সহকারী পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ সব কর্মকর্তাকে অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে প্রধান কার্যালয়, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৯টি জেলা কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন নন ক্যাডার পদে ৯ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে এবং ২০-০৫-২০১৪ তারিখে ৯জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অধিদপ্তরের শূন্যপদে ৩৫ জন সহকারি পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে অন্যান্য পরীক্ষা সমাপনান্তে ২৮-০৫-২০১৪ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করেছে। আশা করা যায় এসব কর্মকর্তা আগামী তিন মাসের মধ্যে অধিদপ্তরে যোগদান করতে পারবেন।

অধিদপ্তরের ৯০ টি তৃতীয় শ্রেণির পদ পূরণের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পরীক্ষা শেষে যথা সম্ভব দ্রুততম সময়ে তাদেরকে অধিদপ্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ২৯ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি আগস্ট ২০১৩ মাস হতে কর্মরত আছে।

অধিদপ্তরে জনবলের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১ম শ্রেণি	১০১	৩৪	৬৭
২য় শ্রেণি	৩	-	৩
৩য় শ্রেণি	৯৮	৫	৯৩
৪র্থ শ্রেণি	৩১	২৯	২
মোট	২৩৩	৬৮	১৬৫

শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৩ অধিদপ্তরের যানবাহন

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন	সংগৃহীত যানবাহন
কার	১	১
জীপ	২	২
মাইক্রোবাস	২	২
মোটরসাইকেল	৭২	১০

২.৪ অধিদপ্তরের যন্ত্রপাতি

ক্রমিক	অনুমোদিত যন্ত্রপাতি	সংগৃহীত যন্ত্রপাতি
কম্পিউটার	৮৫	৩১
ল্যাপটপ	৫	৫
ফ্যাক্স মেশিন	৯	৯
Formaldehyde meter	-	৮

৩. পরিষদ ও কমিটি গঠন

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি পরিষদ, একটি অধিদপ্তর, প্রত্যেক জেলায় জেলা কমিটি এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা কমিটি ও প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৩.১ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯এর ধারা ৫ অনুসারে ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সচিব এবং অন্যান্য ১৩ জন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও মনোনীত ১০ জনসহ চৌদ্দ জন বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য করে **২৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ** গঠন করে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরিষদের **১১টি সভায়** ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপরাধ প্রতিরোধে পরিষদ কর্তৃক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ হচ্ছে অধিদপ্তরকে দিয়ে আইন বাস্তবায়নের একটি চালিকা শক্তি। সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিংবা পরিষদ চেয়ারম্যান মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বাণিজ্য সচিব প্রশাসনিক উপায়ে অধিদপ্তরের আইন বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এর ধারা ৯ মোতাবেক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের একটি নিজস্ব তহবিল আছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (হিসাব ও নিরিক্ষা) প্রবিধানমালা-২০১০ দ্বারা তহবিল পরিচালিত হয়। ২০১০ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকার অনুদান হিসেবে তহবিলে ২.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। অতীতে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং পরিষদ সচিব মহাপরিচালক যৌথভাবে এ তহবিল পরিচালনা করতেন। বর্তমানে ০৯-০৪-২০১৪ তারিখে বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে বাণিজ্য সচিব এবং পরিষদ সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচালনার বিধান করা হয়েছে।

৩.২ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

এ পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে পরিষদের ১ম, ২য় ও ৩য় সভা এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পরিষদের ৪র্থ ও ৫ম সভা, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পরিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম সভা, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পরিষদের ৮ম ও ৯ম সভা এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পরিষদের ১০ম ও ১১তম সভা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভা কক্ষে পরিষদ চেয়ারম্যান মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ ঃ

সভা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন
১ম	৫	৫	-
২য়	১১	১১	-
৩য়	১০	১০	-
৪র্থ	১২	১২	-
৫ম	১৫	১৫	-
৬ষ্ঠ	১৩	১৩	-
৭ম	১৬	১৬	-
৮ম	১৯	১৯	-
৯ম	২৪	২৪	-
১০ম	১২	১২	-
১১তম	**৩২**	**৩১**	**১**

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ৭ম সভার চিত্র

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ৯ম সভার চিত্র

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১১তম সভার চিত্র

৩.৩ বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮০ মোতাবেক নিম্নোক্ত বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা-২০১০
২	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা-২০১০
৩	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২
৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন প্রবিধানমালা, ২০১৩

৩.৪ জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন ঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এ প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তাঁর কার্যালয়ে কর্মরত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে সচিব করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট **"জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি"** নামে জেলা কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হবেন জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি, সরকার স্বীকৃত কোন ভোক্তা-অধিকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত বাজার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প ও জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিনিধি। ইতোমধ্যেই দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩.৫ উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩ তে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক, প্রয়োজনবোধে, প্রতিটি উপজেলায় ১৮ সদস্যবিশিষ্ট **"উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি** গঠনের লক্ষ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের মনোনয়ন, যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই দেশের ৪৮৭ টি উপজেলায় উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩.৬ ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩ তে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক, প্রয়োজনবোধে, প্রতিটি ইউনিয়নে ২০ সদস্যবিশিষ্ট **"ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি"** গঠনের লক্ষ্যে কমিটির সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের মনোনয়ন, যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই দেশের ৭৫০ টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

৪. আইন বাস্তবায়ন ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ মূলত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.১ ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য বা অপরাধ তদারকিকরণ ঃ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাজার তদারকির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। বর্তমানে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাজার তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২৭ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩২,৬৭০ টিরও অধিক বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে **৮,৭৫০টি** বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে **মোট ৮,০৬,২৪,০০০/-(আট কোটি ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা** জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে । উল্লেখ্য, একই দোকানে/প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার এবং একাধিক ধারায় জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের মোবাইল টীম কর্তৃক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম

অধিদপ্তরের মোবাইল টীম কর্তৃক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম

অধিদপ্তরের মোবাইল টীম কর্তৃক সখিপুরে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত কলা ধ্বংস করা হচ্ছে

৪.২. খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের মিশ্রন প্রতিরোধ ঃ

ফরমালিন একটি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য। সাধারণত ল্যাবরেটরি ও শিল্প কারখানায় ব্যবহারের প্রয়োজনে ফরমালিন আমদানি করা হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি ব্যবসায়িক কারণে অসৎ উদ্যেশ্যে মাছ, শাক-সবজি ও ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্য পণ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ফরমালিনের অপব্যবহার হচ্ছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০১০ সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিয়মিত বাজার অভিযানে Digital Formaldehyde Meter, Formaldehyde Swab Detector, Formaldehyde Dip-stick Detector, Formalin Detection Kit In Fish ও Chromotropic Acid এর সাথে Sulphuric Acid এর মিশ্রণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে ফরমালিন ব্যবহারকারিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ফরমালিন মিশ্রণের অপরাধে ২৪.০০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তাছাড়া ফরমালিনের আমদানিকারক, Immediate User এবং End User পর্যায়ে ট্রেকিং করে ফরমালিনের ব্যবহার/ অপব্যবহার প্রতিরোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৪.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(২) ও ধারা ৭১(২) অনুসারে "অভিযোগ" অর্থ এ আইনের অধিন নির্ধারিত ভোক্তা অধিকার বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন ভোক্তা বা অভিযোগকারী কর্তৃক কোন বিক্রেতার বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ। তবে ধারা ৬০ অনুযায়ি কারণ উদ্ভব হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে অভিযোগ না করা হলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিদপ্তরের লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	সন	প্রাপ্ত অভিযোগ	নিষ্পত্তিকৃত	তদন্তাধীন
১	২০১০	৭৩	৭৩	-
২	২০১১	৫	৫	-
৩	২০১২	৬৯	৬৯	-
৪	২০১৩	৩২	২৭	৫
৫	২০১৪	১১৫	১০১	১৪
মোট		২৯৪	২৭৫	১৯

৩.৪ জরিমানা আদায় ও অভিযোগকারীকে অংশ প্রদান ঃ

আইনানুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। তবে অভিযোগকারী অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি হয়ে থাকলে তিনি এ অর্থ পাবেন না। এ পর্যন্ত ৫২ জন অভিযোগকারীকে তাঁদের অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত জরিমানা দোষী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায়পূর্বক আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ হিসেবে মোট ২,০৬,৫০০/- টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৪.৫ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়ন ঃ

এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের যে সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি রয়েছে ঐ সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি কোন জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকবে এবং মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতিতই তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাদি সম্পাদন করতে পারবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাঁহার অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করতে পারবেন। জেলাসমূহে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক জুলাই, ২০১৩ - এপ্রিল, ২০১৪ সময়ে পরিচালিত ১,৭০২টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২,৮৩৩ জনের নিকট থেকে ১,২৩,৭১,৮৫০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে করাদন্ড দেয়া হয়েছে।

৪.৬ প্রচার কার্যক্রম ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যেই ১০.৬৫ লক্ষ (দশ লক্ষ পয়ঁষট্টি হাজার) পোষ্টার, লিফলেট ও প্যাম্পলেট ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অভিযোগ দায়েরের আহবান জানিয়ে দেশের শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ৬(ছয়) বার গণ বিজ্ঞপ্তি এবং দেশের ৬টি মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ৬(ছয়) বার ক্ষুদে বার্তা (SMS) প্রচার করা হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের আহবান কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের স্ক্রলেও প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনের উপর প্রামান্য চিত্র ও টিভি ফিলার তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে বাংলাদেশ চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নির্মাণ ব্যয় বহন করবে। তাছাড়া প্রতিদিনের বাজার তদারকির প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

৫. আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে **আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে** অধিদপ্তরের জন্য ইতোমধ্যে ৩১টি ডেস্কটপ ও ৫টি ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। অধিদপ্তরে LAN সংযোগ এবং ওয়েবসাইট **www.dncrp.gov.bd** স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরে Email এর ব্যবহার প্রচলন করা হয়েছে। ই-মেইলের মাধ্যমে ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিদিনের বাজার অভিযানের প্রেস বিজ্ঞপ্তি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

৬. বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালন ঃ

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বৎসর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এ দিবসটি উপলক্ষে সেমিনার, আলোচনা সভা, রেডিও-টিভিতে টক-শো অনুষ্ঠান, র‍্যালি ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে ১৫ মার্চ ২০১১ বিয়াম মিলনায়তনে এবং ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সনে সিরডাপ মিলনায়তনে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

১৫ মার্চ ২০১১ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে আয়োজিত সেমিনার

১৫ মার্চ ২০১৩ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে আয়োজিত সেমিনার

১৫ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে আয়োজিত সেমিনার

৭.ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

৭.১ আইন সংশোধন ঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ গত ৬ এপ্রিল ২০০৯ হতে কার্যকর হয়। আইনটি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। আইনটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, আইনটিতে বেশকিছু অসংগতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা রয়েছে। এসব অসংগতি দূর করতে এবং পর্যাপ্ত ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপরাধ সংযোজন ও ভোক্তা স্বার্থ বিরোধী বিধান রহিত করতে আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সমীচীন বলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১১তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ পরিষদ গঠন করা হয়েছে । উপ-পরিষদ ৩ মাসের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে একটি খসড়া প্রণয়ন করবে। খসড়াটি উপ পরিষদের আহ্বায়ক পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৭.২ জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র (NCCC) গঠন ঃ

অন্যান্য দেশের আদলে একটি জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র (NCCC) গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করেছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা থেকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের অফিস স্থাপন এবং জনবল ও যন্ত্রপাতি সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭.৩ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ঃ

অধিদপ্তররের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building) ও দেশব্যাপী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম (Publicity) পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্মোক্ত দুইটি PDPP বৈদেশিক সাহায্য (Foreign Aid) অথবা সরকারি অর্থে (GOB Finance) **উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ** গ্রহণ করা হয়েছে।

Sl	**Project Name**	**Project Cost (Lac TK)**
1	Capacity Building of the 7 Divisional Offices of Directorate of National Consumer Rights Protection (DNCRP)	1500
2	Awareness Building Programme on Consumer Rights Protection Act-2009	1500

৭.৪ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

ক্রমিক	অগ্রাধিকার খাত	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়কাল
১	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধে বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা	দেশব্যাপি প্রতিদিন গড়ে ১০টি বাজার তদারকিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।	**নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে**
২	দেশব্যাপি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে অনুমোদিত সকল শূন্য পদে জনবল	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক **ডিসেম্বর ২০১৪** সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে অনুমোদিত অবশিষ্ট শূন্য পদে	**৩১ ডিসেম্বর ২০১৪**

	নিয়োগ	জনবল নিয়োগ করা হবে।	
৩	দেশব্যাপী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে অনুমোদিত সকল কার্যালয় স্থাপন	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক **জুন ২০১৫** সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে অনুমোদিত অবশিষ্ট ৫৫টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হবে।	**৩০ জুন ২০১৫**
৪	নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ লাইন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ লাইন ব্যবস্থার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করবে।	**নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে**
৫	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল জেলা,উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন। ইতোমধ্যে সব জেলা ও উপজেলা ভোক্তা অধিকার কমিটি এবং ৭৫০ টি ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।	আগামী **৩১ ডিসেম্বর ২০১৪** এর মধ্যে অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে।	**৩১ ডিসেম্বর ২০১৪**

৬। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় ঃ

ভূমিকা ঃ

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়টি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর প্রথমে চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে অফিসটি ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। অতপরঃ ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় তিনটি বিভাগীয় অফিস খোলা হয়। বর্তমানে ঢাকায় সদর দপ্তরসহ বর্ণিত ০৩টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। এ পরিদপ্তর থেকে কোম্পানি আইন-১৯৯৪, অংশীদারী আইন-১৯৩২, ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশ- ১৯৬১, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন- ১৮৬০ এবং সাম্প্রতিককালে প্রণীত মাল্টি লেভেল মার্কেটিং আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে প্রতিদিন বিভিন্ন কোম্পানি/অংশীদারী ফার্ম/বাণিজ্য সংগঠন ও সোসাইটির নিবন্ধন ও নিবন্ধন পরবর্তী কার্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি, পার্টনারশীপ, সোসাইটি এবং ট্রেড অর্গানাইজেশন সহ মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১,৭৭,০০০ (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার) এ উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর কালে এ সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫ (পাঁচ) হাজার। বলাবাহুল্য, এ অফিসের কাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। বিগত পাঁচ বছরের (২০০৯-২০১৩) সাফল্য ঃ

পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্পোরেট বাণিজ্য প্রসারে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস (আরজেএসসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আরজেএসসি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্পোরেট রেজিস্ট্রার ফোরাম (সিআরএফ) এর নিয়মিত সদস্য। সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" অঙ্গীকারের আলোকে ২০১০ সন থেকে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল অফিস। এ অফিসের বেশীরভাগ কার্যাদি বর্তমানে অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। পূর্বেকার চিত্র ছিল গ্রাহকদের নিকট ম্যানুয়াল পদ্ধতির অশেষ বিড়ম্বনা ও সময়ের অপচয়। বর্তমানে ব্যাংকের মাধ্যমে ফিস প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেবা প্রদান দ্রুততর ও স্বচ্ছ হয়েছে। তাছাড়া অনলাইনে নথি পর্যবেক্ষণ এবং কঠোর জবাবদিহিতার ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

দেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইনের অধীনে কোম্পানি, সোসাইটি, অংশীদারী কারবার এবং ট্রেড অর্গানাইজেশন নিবন্ধন এ পরিদপ্তর করে থাকে। সরকারের **"ডিজিটাল বাংলাদেশ"** অঙ্গীকারের আলোকে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদী লক্ষ্য-যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য। নিম্নে এ বিষয়ে কতিপয় তথ্য তুলে ধরা হল ঃ

ক) বাংলাদেশের ব্যবসায় নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। ২০১১ সালে আইএফসি বিশ্ব ব্যাংকের Doing Business Report এ বাংলাদেশকে One of the top ten reformers হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান;

খ) ২০১৩ সনে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১ তে আরজেএসসি "ই-সরকার" বিশেষ সম্মাননা লাভ;
গ) ২০১৩ সনে ডিসিসিআই এর মধ্যে হেল্প-ডেস্ক স্থাপনের বিষয়ে একটি MOU স্বাক্ষর;
ঘ) ২০১৩ সনে আরজেএসসি এবং এনবিআর এর মধ্যে অনলাইন সার্ভিস চালু করার জন্য MOU স্বাক্ষর;
(ঙ) ২০১৩ সনে আরজেএসসি এবং ওয়ান ব্যাংকের মধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং চালু করার লক্ষ্যে MOU স্বাক্ষর।

গ্রাহক সেবা উন্নয়নের বিভিন্ন মাইলফলক ঃ

ফেব্রুয়ারি ২০০৯	অনলাইনের মাধ্যমে নামের ছাড়পত্র প্রদানে যাত্রারম্ভ
মার্চ ২০০৯	অনলাইনের মাধ্যমে নিবন্ধন আবেদন গ্রহণ শুরু

মার্চ ২০০৯	ব্যাংকের মাধ্যমে ফি সংগ্রহ শুরু
এপ্রিল ২০০৯	১ (এক) দিনে নামের ছাড়পত্র ও নিবন্ধন চালু
অক্টোবর ২০০৯	অনলাইনের মাধ্যমে রিটার্ন ফাইলিং শুরু
জানুয়ারি ২০১০	স্ট্যাম্প সংগ্রহের কষ্টসাধ্যও জটিল প্রক্রিয়া হতে গ্রাহকদের অব্যাহতি প্রদান
জানুয়ারি ২০১০	৪ (চার) ঘন্টায় নিবন্ধন প্রদান শুরু
জানুয়ারি ২০১০	অনলাইন ব্যাংকিং মাধ্যমে ফি ও পে-অর্ডার গ্রহণের সূচনা
আগস্ট ২০১০	সার্টিফাইড কপির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু
আগস্ট ২০১০	কুরিয়ার যোগে নিবন্ধন সনদ কোম্পানির ঠিকানায় প্রেরণ শুরু
সেপ্টেম্বর ২০১০	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র প্রদানে যাত্রারম্ভ
মার্চ ২০১১	অনলাইনে বিবিধ আবেদন গ্রহণ শুরু

সাফল্য চিত্র ঃ নিবন্ধন

বছর	কোম্পানি	সোসাইটি	পার্টনারশীপ ফার্ম	ট্রেড অর্গানাইজেশন	মাল্টি লেভেল মার্কেটিং	মোট
২০১০	৮৭১৫	২৮৪	১৯৫	৩০	-	৯২২৪
২০১১	৯৮৮০	২৯৮	১৭৬	২৮	-	১০৩৮২
২০১২	৯২১৮	২৯৩	২১২	৫১	-	৯৭৭৭৪
২০১৩	৭২৩৯	২০৪০	১০৮৮	২৯	-	১০৩৯৬

সাফল্য চিত্র ঃ রাজস্ব আয়

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	স্ট্যাম্প থেকে আয়	মোট
২০০৯-২০১০	৬১.৯০ কোটি	৭.৯৮ কোটি	৬৯.৮৮ কোটি
২০১০-২০১১	৯০.৬৬ কোটি	৫০.৯৯ কোটি	১৪১.৬৫ কোটি
২০১১-২০১২	৭৮.১৭ কোটি	৩৩.১১ কোটি	১১১.২৮ কোটি
২০১২-১৩	৭৪.০৭ কোটি	৪০ কোটি	১১৪.০৭ কোটি

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী হারে অংশীদারী ফার্ম ও সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন ফি জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে ইতোমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে রাজস্ব আয় আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৭। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঃ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ আমদানির মাধ্যমেই মিটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রধানতম উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়।

আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল সরকারি নির্দেশ এবং বিধি বিধান আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই প্রণীত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সব বিধি বিধানও প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমাদানি সংক্রান্তবিধি ও পদ্ধতি যথা আমদানিকারকগণের শ্রেণি বিন্যাস ও নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের আবেদনের নিষ্পত্তি উপর্যুক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত দুটি আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ দুটি আদেশ হচ্ছেঃ

১. ইম্পোর্টার্স, এক্সপোর্টার্স এন্ড ইন্ডেন্টরস্ (রেজিঃ) অর্ডার, ১৯৮১
২. রিভিউ, আপীল ও রিভিশন আদেশ, ১৯৭৭।

এরূপ প্রযোজ্য বিধি বিধান ছাড়াও উপর্যুক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সম্বলিত আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই আমদানি নীতিই আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য হাতিয়ার। সরকারের আমদানি নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত।

২। কার্যাবলী ঃ

এ অধিদপ্তর ইতোপূর্বে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতো তার পরিবর্তে বর্তমানে পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে শিথিল ও সহজীকরণের মাধ্যমে একই কাজে সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

- আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান ও উহার বাস্তবায়ন;
- ইম্পোর্টার্স, এক্সপোর্টার্স এন্ড ইন্ডেন্টরস্ (রেজিঃ) অর্ডার, ১৯৮১ এর আওতায় বাণিজ্যিক ও শিল্প আমদানিকারকদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানিকারকদের অনুকূলে রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র জারিকরণ, নবায়ন ও বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত/বাতিলকরণ।
- নিবন্ধন ফিস ও নবায়ন ফিস আদায় তদারকিকরণ এবং এতদ্সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল সিডিউল (আইটিসি)/এইচ, এস, কোড নম্বর, পণ্যের শ্রেণি বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকের উদ্ভূত সমস্যা নিষ্পত্তিকরণ;
- আমদানি নীতি আদেশের বিধানসমূহ সম্পর্কে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার ব্যাখ্যা প্রদান;
- বিরাজমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশের ধারা/উপধারার সংস্কার ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- আমদানি নীতি আদেশের যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারিকরণ এবং আমদানি নীতি আদেশের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী সরকারকে অবহিতকরণ;

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানী সমূহের আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুইটি শেয়ারের বিপরীতে আমদানির জন্য পারমিট/অনুমতি প্রদান;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে ব্যক্তিগত মালামালের জন্য রপ্তানি পারমিট জারিকরণ।

৩। আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিগত ৫ বছরের সাফল্য ঃ

আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ এ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সংযোজন ঃ

- জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ফরমালিন আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে;
- ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্যের আমদানির সুবিধা;
- আমদানিকারক, ইন্ডেন্টর ও রপ্তানিকারকগণের প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস ও বার্ষিক নবায়ন ফিস মূল্যসীমার আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিকরণ;
- আমদানিকারক ও ইন্ডেন্টরগণের আইআরসি নবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্তকরণ;
- প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং পারমিট ব্যতিরেকে বিনামূল্যে আমদানিযোগ্য নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহারদ্রব্যের আমদানি মূল্যসীমা ও পরিমাণ বৃদ্ধি;
- স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে কালেট স্ক্র্যাপ অব গ্লাস আমদানির সুবিধা;
- পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং যেকোনো সামগ্রী আমদানি নিষিদ্ধ;
- খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে মেলামিনমুক্ত হতে হবে মর্মে শর্তারোপ;
- বৃহৎ বায়ুরুদ্ধ মোড়কে ননীযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য ও শিশুখাদ্য আমদানির বাধ্যবাধকতা;
- সংরক্ষিত খাদ্যে Preservative, additive এবং রং এর মাত্রা উল্লেখের শর্ত সংযোজন;
- পোশাক শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি এলসি ব্যতীত আমদানির বিধান সংযোজন;
- ১০০% বিদেশী উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পের মেশিনারীজ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে এলসিএ ফরম অথবা এলসি খোলা ব্যতীত আমদানির সুবিধা সংযোজন;
- ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতিত সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানির সুবিধা প্রদান;
- শিল্প ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেকেন্ডহ্যান্ড/রিকন্ডিশন্ড জেনারেটর ও জেনারেটিং সেট আমদানির সুবিধা প্রদান;
- শর্ত সাপেক্ষে হাঁস-মুরগী ও পাখির ডিম আমদানির সুবিধা প্রদান;
- খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে আমদানির সুবিধা প্রদান;
- শুল্ক স্টেশন হিসেবে ঘোষিত ডাকঘরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্য ডাকযোগে আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ;
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি বেসরকারি খাতে শর্ত সাপেক্ষে আমদানির সুযোগ;
- টিসিবির জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ;
- চলচ্চিত্র আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র রপ্তানির বিপরীতে SAFTA ভুক্ত দেশগুলি হতে সমান সংখ্যক চলচ্চিত্র আমদানির বিধান রাখা হয়েছে;

আমদানি পদ্ধতির সহজীকরণ ঃ

- বর্তমানে অনুসৃত আমদানি পদ্ধতি সহজ, সরল এবং জটিলতামুক্ত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে আমদানি নীতির ক্রম বিবর্তন এবং সরকার কর্তৃক বর্তমানে অনুসৃত উদার ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত আমদানি নীতির ফলশ্রুতিতে এই সহজ ও সরল আমদানি পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে উদার শিল্প নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানি নীতিও ক্রমান্বয়ে উদার ভিত্তিক করা হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে বিবিধ প্রকারের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে আমদানি সংক্রান্ত রীতি নীতি ও পদ্ধতি আগের তুলনায় বহুলাংশে সহজতর করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমদানি বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উদ্ভাবিত নূতন পণ্য আমদানির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পণ্যের আমদানিযোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রেও সরকার উদার ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত নীতি অনুসরণ করছে। পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে শুল্ক আরোপের মাধ্যমেই দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে দেশে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নীতির অনুসরণে বর্তমান আমদানি নীতি আদেশে বেশ কিছু পণ্য আমদানিযোগ্য করার ফলে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় বর্তমানে মাত্র ২৫টি এইচ.এস. হেডিং নম্বর অন্তর্ভূক্ত আছে। আমদানি নীতি আদেশের নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আমদানি নীতি আদেশ, ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১২-২০১৫ এ নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকাভুক্ত থাকা এইচ. এস. হেডিং নম্বর

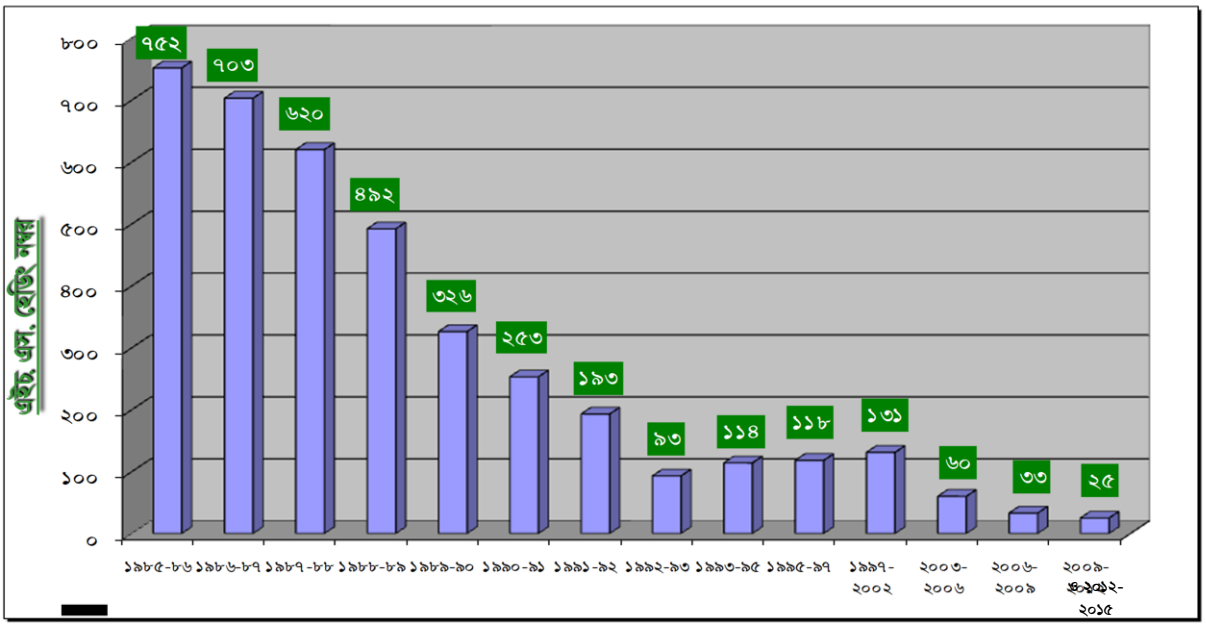

সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ঃ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে এই অধিদপ্তরে আগত সেবা প্রার্থীদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত সিটিজেন চার্টার মোতাবেক সেবা প্রার্থীদের পরামর্শ প্রদানের জন্য হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে এবং সিটিজেন চার্টার অনুসারে সেবা প্রার্থীদের দ্রুত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কর ব্যতিত রাজস্ব আয় (Non Tax Revenue) ঃ

- ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কর ব্যতিত রাজস্ব আয় হয়েছে ৪১.৪২ কোটি টাকা।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কর ব্যতিত রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৪.১২ কোটি টাকা।
- ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কর ব্যতিত রাজস্ব আয় হয়েছে ৫৭.৮৬ কোটি টাকা।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে কর ব্যতিত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭০ কোটি টাকার বিপরীতে আয় হয়েছে ৭১.২৪কোটি টাকা । যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৭৭% বেশী।
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কর ব্যাতীত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ কোটি টাকার বিপরীতে আয় হয়েছে ৮১.৫৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৯৫%বেশী।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কর ব্যতিত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯০.০০ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ৭৫.০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৭৭.০৯ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৬৮% বেশী।

এই অধিদপ্তরের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব আদায়ের কর্মকান্ড নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

- এই অধিদপ্তরের কার্যক্রমে আরোও দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তরসহ এ অধিদপ্তরের অধীনস্থ আঞ্চলিক দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীগণ এ দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত হচ্ছেন। (controller.chief@ yahoo. com)।
- তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে এই অধিদপ্তর সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য এই অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.ccie.gov.bd) চালু করা হয়েছে, যা থেকে সেবা গ্রহিতারা সহজেই সেবা পেয়ে থাকে।

বিলবোর্ড স্থাপনঃ

আমদানি ও রপ্তানি অধিদপ্তরের সাফল্য/অর্জন বর্ণনা করে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগঃ

বিপিএসসি'র মাধ্যমে ৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২৯ জন তৃতীয় শ্রেণি ও ১২ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

নিবন্ধন সনদপত্র জারিঃ

এই অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আণয়নের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল আঞ্চলিক দপ্তর হতে সিটিজেন চার্টার মোতাবেক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিনে দিনে) সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র জারি ও নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র নবায়ন করা হচ্ছে।

নিবন্ধন এবং নবায়ন ফিসঃ

বেসরকারি খাতের সকল আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইনডেন্টরকে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন সনদপত্র গ্রহণ করতে হয়। সাধারণতঃ কোন আমদানিকারকই নিবন্ধন সনদ পত্র ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারেন না। তবে সরকারি বিভাগ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কতিপয় আমদানির ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক বিশেষ ক্ষেত্রে যে কোন আমদানিকারককে নিবন্ধন সনদ পত্র গ্রহণ হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারেন। বাণিজ্যিক শ্রেণি ভূক্ত আমদানিকারক অতীতে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য নিবন্ধিত হতেন। বর্তমানে নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ মূল্যসীমা নির্বিশেষে অবাধে আমদানিযোগ্য যে কোন পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি করতে পারেন। বাণিজ্যিক আমদানিকারক হিসেবে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং রপ্তানিকারক হিসেবে রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়ঃ

(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র;
(২) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স;
(৩) চেম্বার অথবা স্বীকৃত ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যতা প্রত্যয়নপত্র;
(৪) আয়কর নিবন্ধন সনদপত্র;
(৫) অংশিদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত অংশিদারী দলিল;
(৬) লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক অনুমোদিত সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন;
(৭) আমদানি নীতি আদেশে উল্লিখিত ছয়টি শ্রেণির বিপরীতে আমদানিকারকের ইচ্ছানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শ্রেণির জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র জারির ফিস বাবদ জমাকৃত মূল ট্রেজারী চালান "১/১৭৩১/০০০১/১৮০১" নং হিসাব খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে সোনালী ব্যাংকে জমাপূর্বক চালানের কপি।

- শিল্পখাতে আমদানিকারক হিসেবে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য শিল্প স্থাপনের পর পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিক/বস্ত্র দপ্তর/তাঁত বোর্ড/বেপজা এর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। পোষক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান সরজমিন তদন্ত করে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য্য আমদানিতব্য কাঁচামাল, মোড়কসামগ্রী ও যন্ত্রাংশের ষান্মাসিক আমদানি স্বত্ব নির্ধারণ করে প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রাথমিকভাবে এডহক শিল্প IRC (আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র) জারির জন্য সুপারিশ প্রদান করে। যথাযথভাবে কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ সুপারিশ করা হলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে শিল্প IRC জারির বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং শিল্প IRC জারি করা হয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে এ অধিদপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নজরদারি করার জন্য এ দপ্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা করা হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানঃ

বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক তদনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বিগত বছরসমূহে রমজানসহ বছরব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি ও মূল্য পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

বিগত ৫ বছরের আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	আমদানি ব্যয়	রপ্তানি আয়	ঘাটতি
১	২০০৮-২০০৯	২১৪৪৪.৩৫	১৫৫৬৫.১৯	(-) ৫৮৭৯.১৬
২	২০০৯-২০১০	২২৯৬৯.১০	১৬২০৪.৬৫	(−) ৬৭৬৪.৪৫
৩	২০১০-২০১১	৩১৯৫২.১৮	২২৯২৪.৩৮	(-) ৯০২৭.৮০
৪	২০১১-২০১২	৩৪৮১৪.৫৫	২৪২৮৭.৬৬	(-) ১০৫২৬.৮৯
৫	২০১২-২০১৩	৩২৩৫৬.৭৬	২৭০২৭.৩৬	(-) ৫৩২৯.৪০

সূত্র ঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইপিবি।

বাংলাদেশের আমদানি পদ্ধতি কঠোর নিয়ন্ত্রণ হতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণমুক্ত উদারভিত্তিক ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব হ্রাস করে এবং পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে শিল্পায়ন এবং রপ্তানি উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করাই এই উদার নীতির মূল লক্ষ্য। পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে উদার আমদানি পদ্ধতি প্রবর্তনের সুফল ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

৯। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ঃ

ভূমিকা ঃ

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল মূলত: বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছয়টি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপনন ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্য এসোসিয়েশনসমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ মূলত: কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও যোগান সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত রপ্তানি নীতিতে, সক্রিয় কাউন্সিলসমূহের কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোড়ালোভাবে উল্লেখ রয়েছে। খাত ভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমে ঃ (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (ঘ) মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিসারী প্রোডাক্টস এবং (চ) এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতোমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাত ভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানিমুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও দেশীয় প্লাষ্টিক খাতের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্লাষ্টিক পণ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল নামে আরও একটি নতুন কাউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ গবেষণা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের একটি সফল নিদর্শন।

২। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট ঃ

রপ্তানি বহুমুখীকরনের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি আনবে-এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা হলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয়। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুনগত মান ও মূল্যমান এর একটি সু-সমন্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের সাথে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে। আমাদের দেশের তৈরী পোষাক শিল্প ব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে। সে প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে, দেশীয় শিল্প ও রপ্তানিখাত সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য স্থিরপূর্বক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমান রাখা সম্ভব। উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটে "Bangladesh Export Diversification Project (BDXDP)" শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের কার্যকারিতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরীখে ২০০২ ইং সালে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে পিছেয়ে পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরী করাই ছিল বিপিসি'র মূল উদ্দেশ্য।

৩। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি ঃ

রপ্তানি ঝুড়িতে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এ সকল খাতভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পরিবেশ দূষণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেলস কীট প্রণয়ন, ডকুমেন্টরী তৈরী, উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান, পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

- এছাড়ও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল: (ক) বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তণের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলেচনা ও মতবিনিময়ের ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে।

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহের (যেমনঃ পণ্য প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে।

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলঃ (ক) নতুন বাজার যাচাই ও প্রচলিত বাজারের পরিসমাপ্তি। (খ) বাজার অধিগ্রহণ ও সংযুক্তির ফলাফল বিশ্লেষণ। (গ) দেশীয় ও বিদেশী প্রেসার গ্রুপ এর কার্যক্রম। (ঘ) দেশীয় রপ্তানি বাজার বিশ্লেষণ। (ঙ) বাজার জরিপ এবং (চ) রপ্তানি প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী, ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্য সেক্টরসমূহের সক্ষমতা, দূর্বলতা, বাজার সুবিধা ও বাজার ঝুঁকি বিশ্লেষণ।

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্য ভিত্তিক সেক্টরসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী ও স্বার্থ রক্ষাকারী সংঘ এবং পলিসি এডভোকেসির ক্ষেত্রে সেক্টরসমূহের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে।

৪। বিগত পাঁচ (২০০৯-২০১৩) বৎসরের সাফল্য ঃ

গত পাঁচ বৎসরে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের অর্ন্তগত ছয়টি পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট শিল্প এসোসিয়েশনের সাথে যৌথভাবে দেশব্যাপী সর্বমোট ৫০১ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। তন্মধ্যে খাত-উপখাত বিষয়ক গবেষণার সংখ্যাঃ ১২টি, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সংখ্যা ২৩৭ টি, দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচীর সংখ্যা ৭০ টি, কর্মশালা ও সেমিনারের সংখ্যা ৮৭ টি, B2B Matchmaking ইভেন্টের সংখ্যা ৪ টি, দেশীয়/আন্তর্জাতিক মেলা সংখ্যা ৫১ টি ইত্যাদি অন্যতম। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ জন এসোসিয়েশনের সদস্য, শিল্পোদ্যাক্তা ও শিল্পসংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ এর আওতায় আনা সম্ভবপর হয়। দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচীর আওতায় কাউন্সিলসমূহ বিপুল সংখ্যক জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার প্রয়াস পায়।

- লেদার ব্যাগ উন্নয়ন নকশা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন (LSBPC-GTZ)
- চামড়া শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজসমূহের জন্য বেইজ লাইন সার্ভে বাস্তবায়ন (LSBPC and Abdul Menem Foundation)
- আইসিটি খাতের স্বক্ষমতা নির্ণয় কল্পে ডেস্ক ষ্টাডি বাস্তবায়ন (IBPC-Katalyst)
- GTZ এর সহায়তায় চামড়া শিল্পের উন্নয়ন শীর্ষক ডেস্ক ষ্টাডি বাস্তবায়ন
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের জন্য ৫ বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (BPC-Katalyst)
- দেশীয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (BPC- EDF)
- Bangaldesh Trade Support Programme (BTSP) এর সাথে যৌথ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- শ্রিম্প প্রসেসিং সেক্টরের কমপ্লায়ান্স প্রতিপালন স্টেটাস শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (Katalyst এর সহায়তায়)

- KATALYST এর সহযোগিতায় "রপ্তানি তথ্য বিশ্লেষণঃ এগ্রো প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সক্ষমতা অর্জন এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য আহরণ" শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পাদন ও বাজার বিশ্লেষন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় (২০১২-১৩)। উক্ত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে এগ্রো প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ক্ষুদ্রাকারে সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহের তথ্য সেবা প্রণয়নের প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে।
- সম্প্রতি KATALYST এর সহতায় "বাজার মূল্যায়ন গবেষণাঃ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় আলুর রপ্তানি সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা সম্পাদিত হয়। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট আলু রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি অনুসন্ধান কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন।
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাংলাদেশ ইকোনোমিক গ্রোথ প্রোগাম (BEGP) এর বাস্তবায়নকারী ও সহযোগী সংস্থা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় লেদার, ফিশারী ও এগ্রো সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। যার মধ্যে ৫৫ টি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ০১ টি সচেতনাতামূলক কর্মসূচি, ১ টি কর্মশালা ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে **ATCP** প্রজেক্টের বাস্তবায়নকারী - সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

১০। কম্পিটিশন কমিশন ঃ

ভূমিকা ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে কম্পিটিশন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। কার্যক্রম ঃ

- কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের নিয়োগের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য একজন যুগ্ম-সচিব নিয়োগ দেয়া হয়েছে।